

বাংলাদেশ



গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২, ২০২০

## সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং	পৃষ্ঠা নং	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৪৮	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২৩	৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি	নাই	(২) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—২৩	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।
		(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।
		(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।
		(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।

## ১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

## প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

## প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৩.০৭৬.০৪৬.০৩.০০.০০৬.২০১৫-২৭৪—বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের জন্য নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণ/জমি ক্রয় করে ভবন নির্মাণ/জমিসহ তৈরি ভবন ক্রয় পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নরূপভাবে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হলো :

## সভাপতি

(ক) মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

## সদস্যবৃন্দ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা
- ভৌত অবকাঠামো বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা
- সিপিটিইউ এর যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা

২। কমিটি আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশারফ হোসেন

পরিচালক-৯।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

কৃষি মন্ত্রণালয়  
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০১৯

নং ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০০৭.১৮.২৯৬—যেহেতু, ড. মোঃ খালেদ কামাল (পরিচিতি নং-১৩১৫), প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ী, ঢাকা [প্রাক্তন পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই অজা, ফেজ-১)] এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী “অসদাচরণ” অভিযোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৭ মার্চ ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০০৭.১৮.৮৩ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করত: (মামলা নং-০৪/২০১৮) অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানো নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করলে গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই অজা, ফেজ-১) এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৭টি ক্রয় কার্যক্রমে পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমুদয় কাগজপত্র যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন যা ‘অসদাচরণ (misconduct)’ এর আওতাভুক্ত;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপের জন্য তাঁকে ‘অসদাচরণ (misconduct)’ এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক ‘তিরস্কার (censure)’ দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, ড. মোঃ খালেদ কামাল (পরিচিতি নং-১৩১৫), প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ী, ঢাকা [প্রাক্তন পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএই অজা, ফেজ-১)]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ (misconduct)’ এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালায় বিধি ৪ (২)(ক) মোতাবেক ‘তিরস্কার (censure)’ দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসিরুজ্জামান  
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি:

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৭০.১৮-১৫৪—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা পিরোজপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্র: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব রাশিদা আকরাম, স্বামী-মৃত এ্যাডঃ আকরাম হোসেন খান, বজাবন্ধু চত্বর (সিও অফিস মোড়), মাছিমপুর, পিরোজপুর।	চেয়ারম্যান
০২	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	জনাব মুনیرা আক্তার (এ্যানী), স্বামী-আল মুনান মৃধা, ম্যাটারনিটি সড়ক, পিরোজপুর।	সদস্য
০৩	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	তুলি রানি মন্ডল, পিতা-এ্যাডঃ পবিত্র কুমার মন্ডল, খারাবাদ, দৈহারি, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	সদস্য
০৪	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব শিরিনা আফরোজ, স্বামী-মোঃ মশিউর রহমান রাহাত, পুরাতন হাসপাতাল সড়ক, পিরোজপুর।	সদস্য
০৫	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব দোলা গুহ, স্বামী-চানু লাল দে, রাজারহাট, পিরোজপুর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জনাব রাশিদা আকরাম, স্বামী-মৃত এ্যাডঃ আকরাম হোসেন খান উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১১-১১-২০১৯ তারিখ হতে দু’বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।

তারিখ : ০৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি:

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১৫৩—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ৯(১) ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

#### চেয়ারম্যান

(ক) অধ্যাপক মমতাজ বেগম, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

#### সদস্যবৃন্দ

(খ) পরিচালনা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান

(গ) পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত চার জন সদস্য।

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪(চার) জন বিশিষ্ট মহিলা—

(১) সাবেরা বেগম, স্বামী-এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, এ ১৩, রোজলিন বিসতা, ১০৯ সিদ্দিক বাজার, বংশাল, ঢাকা।

(২) তাহমিনা সুলতানা (এ্যাডভোকেট), স্বামী-ইমতিয়াজ হোসেন, শান্তিনগর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা।

(৩) আকলিমা (প্রধান শিক্ষক), স্বামী-মোঃ শাজাহান, ১৮০/৩/১১/সি, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

(৪) রোকেয়া জামাল, স্বামী-জামাল মোস্তফা, ১৪/৫ বাইশতেচি, সেকশন-১৩, স্বর্নালী গার্ডেন, রোকেয়া টাওয়ার, মিরাপুর, ঢাকা।

(ঙ) উপসচিব (সেল ও জামস), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

#### সচিব

(চ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান ১৬-০৪-২০১৯ ইং তারিখ অথবা যোগদানের তারিখ থেকে দু'বৎসর এবং ক্রমিক নং (ঘ) এর ০১ হতে ০৪ পর্যন্ত মনোনীত সদস্যগণ ০৪-১১-২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০০৩.১৮-১৫২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ৮(১) ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হলো :

#### চেয়ারম্যান

(ক) অধ্যাপক মমতাজ বেগম, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

#### ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত একজন ভাইস-চেয়ারম্যান।

#### সদস্যবৃন্দ

(গ) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষিকাগণের মধ্য হতে দুইজন করে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত সদস্য।

(ঘ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত মহিলা সংগঠনসমূহ হতে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য।

(ঙ) সমাজ সেবায়, সাহিত্য ও শিল্পকর্মে, সংস্কৃতি চর্চায় এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মহিলাগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন সদস্য :

(১) আফরোজা হাসমত, ২ নর্থ সার্কুলার রোড (নগর চন্দ্রিমা) ফ্ল্যাট-ডি-২, ভুতের গলি, নিউমার্কেট, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

(২) দিলরুবা জামান শেলী, স্বামী: মোঃ ফারুক উজ্জামান, রোড নং-১৫, বাসা নং-৫৮৮, রূপনগর টিনসেড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

(৩) ফরিদা রেজা, স্বামী : মৃত এম এ রেজা, সূর্যমুখী ভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা।

(৪) রেবেকা সুলতানা, ৬২/সি, দক্ষিণ ছায়াবিহী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

(৫) ফারজানা ইয়াসমিন বিপ্লবী, স্বামী : মোঃ মহিব্বুর রহমান আলমাজী, ৫১৩ দক্ষিণ গোরান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

- (চ) উপসচিব (সেল ও জামস), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- (ছ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি;
- (জ) স্থানীয় সরকার বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি;
- (ঝ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি;
- (ঞ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি;
- (ট) জেলা কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে;

সচিব

- (ঠ) নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান ১৬-০৪-২০১৯ ইং তারিখ অথবা যোগদানের তারিখ থেকে দু'বৎসর এবং ক্রমিক নং (ঙ) এর ০১ হতে ০৫ পর্যন্ত মনোনীত সদস্যগণ ০৪-১১-২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্থায়ী পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

তারিখ : ০৫ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি:

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬৫.১৮-১৫১—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্র: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রেজিয়া রহমান, স্বামী : আতাউর রহমান লোকমান, পশ্চিম সুলতানপুর, মৌলভীবাজার।	চেয়ারম্যান
০২	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	রাহিলা আহমেদ, স্বামী : মোঃ আব্দুল নূর, সৈয়দ মুজতবা আলী সড়ক, মৌলভীবাজার।	সদস্য
০৩	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	রহমত আরা চৌধুরী, স্বামী : সৈয়দ মোঃ মুহিবুল ইসলাম, কাজিরগাঁও, মৌলভীবাজার।	সদস্য
০৪	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	রোকশানা চৌধুরী, স্বামী : মরহুম আব্দুল মুমিন, কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার।	সদস্য
০৫	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	রুবিনা ইয়াসমিন, স্বামী : মোঃ বশর মিয়া, ২৩১ দক্ষিণ কলিমাবাদ, মৌলভীবাজার।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম রেজিয়া রহমান, স্বামী : আতাউর রহমান লোকমান, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ০৫-১১-২০১৯ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্থায়ী পদত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ

সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়  
নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ অক্টোবর ২০১৯

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬০.২২.০১৯.১৭-২৩৯—বিগত ২৬ আগস্ট ২০১৯/১১ ভাদ্র ১৪২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯’ এর যথাক্রমে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা অনুমোদিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সলিম উল্লাহ  
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধ্যায় ১

১. ভূমিকা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে এ খাতের অবদান ৪%, যা দেশের মোট জিডিপির ০.৫%। সরকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালে ‘প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার/বর্ষপণ্য’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০২৪ সাল নাগাদ এ খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট জিডিপির ১% করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও এ শিল্পের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি যুগোপযোগী ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা’ একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল ধরনের তৈরি পাদুকার উৎপাদন ২০১০ সালের ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ২১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়; ২০১৭ সালে এ খাতের মোট বৈশ্বিক বাজারের আকার ছিল ১৩৯.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সূত্রঃ আইটিসি ২০১৮)। অথচ, পাদুকা উৎপাদনে ২০১৬ সালে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল অষ্টম। বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মধ্যে ৭৬% এর বেশি রপ্তানি করা হয়। এ অবস্থার উন্নয়নের আরও সুযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে অঙ্গীভূত (value chain integration) হতে হবে।

ইতোমধ্যে এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাজারিবাগ থেকে সাভারে ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদন শুরু করেছে। স্থানীয় ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু রপ্তানি-প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বর্গফুট কাঁচা চামড়া (হাইড ও স্কিন) প্রক্রিয়াজাত করা হয়, এর মধ্যে গরুর চামড়া হলো ৬৩.৯৮%, ছাগলের চামড়া ৩২.৭৪%, মহিষের চামড়া ২.২৩% এবং ভেড়ার চামড়া ১.০৫% (২০১৭)।

চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের গুরুত্ব অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের আস্থা অর্জনে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের ট্যানিংশিল্পকে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে। বিশ্ব বাজারের প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের পণ্য সম্পর্কে এদেশের উদ্যোক্তাদের যথাযথ ধারণা থাকা দরকার। স্থানীয় প্রস্তুতকারীদের উৎপাদনশীলতা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হওয়া প্রয়োজন। সময়োপযোগী ফ্যাশন পণ্য এবং বাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি চামড়া শিল্পের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিচ্ছন্ন উৎপাদনে জড়িত সকলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। এজন্য যুগোপযোগী ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করতে হবে। চামড়া শিল্প কারখানাসমূহে ব্যবসা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাত চামড়া, দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিভিন্ন ধরনের সহায়ক পরিষেবা প্রদান এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়।

কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি পর্যায়ে এ শিল্পটি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে; যেমনঃ গবাদিপশু জবাই করার পর্যায়ে চামড়ার (হাইড ও স্কিন) মান রক্ষা করা হয়না। এর কারণগুলো হলো পশু চিহ্নিত করার জন্য চামড়ায় হেঁকা দেয়া, সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া না ছাড়ানো এবং অনুপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও পরিবহন। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অবস্থান সুসংহতকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে এ শিল্পকে সাপ্লাই-চেইন (supply-chain)-এর বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমন্বিতভাবে দূর করতে হবে। সরকার এ খাতটিকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। এ কারণে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ উচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১. প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া ২. ফুটওয়্যার বা পাদুকা এবং ৩. চামড়াজাত পণ্য, যেমনঃ হাতব্যাগ, বেল্ট ও ওয়ালেট ইত্যাদি। এদেশের চামড়া শিল্প নগরীর অধিকাংশ ট্যানারির আকার ছোট কিংবা মাঝারি। এ সকল ট্যানারি ‘ওয়েট-ব্লু (wet-blue)’ এবং ‘ওয়েট-হোয়াইট (wet-white)’ ট্যানিংয়ের কাজে জড়িত। তুলনামূলকভাবে বড় ‘ক্রাস্ট ও ফিনিশড (crust and finished)’ চামড়া উৎপাদনের সাথে জড়িত ট্যানারিগুলোর পশ্চাৎ-সংযোগকারী (backward linkage players) হিসেবে কাজ করে। যখন কোনো দেশ বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের (value chain) জন্য বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন শিল্পকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তখন বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। একটি যুগোপযোগী নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশেও পাদুকা বা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী বড় বড় কোম্পানিগুলো অনেক বেশি কার্যকরভাবে তাদের নিজস্ব সাপ্লাই-চেইন (supply-chain) কে উন্নত করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে যেমনঃ চামড়ার (হাইড ও স্কিন) সহজলভ্যতা, বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত চামড়ার উৎকৃষ্টমানের সূক্ষ্ম বুগন (fine grain pattern), একই ধরনের আঁশের গঠন (uniform fibre structure) এবং এর মসৃণতা। অধিকাংশ গবাদি পশুই গৃহপালিত, যা বিশ্বের মোট গবাদি পশুর ১.৮%। এখানে প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিকে দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উপখাতগুলোতে মূল্য-সংযোজনকারী উপাদান বৃদ্ধি করার একটি অনুকূল মাধ্যম। এ শিল্প সার্বিকভাবে পরিবেশ ও ব্যবসাবান্ধব হলে এ খাতে ব্যাপক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতটিও রপ্তানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

## ১.২ নীতিমালার প্রাধান্য

এ নীতিমালাটি আগামী পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। তবে নতুন নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯’ এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ‘সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা’ প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হবে।

## অধ্যায় ২

### ২. ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

#### ২.১ রূপকল্প (ভিশন)

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক খাতে রূপান্তর।

#### ২.২ অভিলক্ষ্য (মিশন)

উন্নত এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন ও উত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন।

#### ২.৩ লক্ষ্য

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং প্রতিযোগিতামূলক খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৪ সাল নাগাদ অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ ও এ খাতের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জিডিপিতে এর বর্তমান অবদান ০.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।

#### ২.৪ উদ্দেশ্যাবলী

২.৪.১ উন্নত এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষমকরণ;

২.৪.২ আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন ও প্রতিযোগিতা সক্ষম পণ্য উৎপাদনে ব্যবসাবান্ধব টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৩ দক্ষ ও কার্যকর শিল্পায়নের জন্য উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৪ নতুন নতুন উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও উত্তম অনুশীলন গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও সেগুলো প্রতিপালন;

২.৪.৫ রপ্তানির জন্য অধিক পরিমাণে মূল্য-সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন করতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সক্ষমতা তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে সহায়ক কাঠামো তৈরি;

২.৪.৬ শক্তিশালী পশ্চাৎসংযোগ ও অগ্রসংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান বৃদ্ধি এবং বাজারের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানে চামড়া শিল্পের সামগ্রিক সাপ্লাই-চেইনে কার্যকর সমন্বয় সাধন;

২.৪.৭ এ খাতের পরিষেবাগুলোতে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে সহায়তা প্রদান এবং উৎসাহিতকরণ;

২.৪.৮ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প খাতে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

২.৪.৯ এ খাতের সামগ্রিক সাপ্লাই-চেইনে নারীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

### অধ্যায় ৩

#### ৩. টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয় পরিপালন

##### ৩.১ চামড়া শিল্প খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা পরিপালন (compliance)

এ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন কৌশলের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/নীতিমালার যথাযথ পরিপালন।

- ৩.১.১ পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করা, পরিবেশ সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত জরুরি সমস্যার সমাধান এবং বিধি-বিধান বলবৎ করার নির্দেশাবলী জারি করা।
- ৩.১.২ সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক কৌশল ও নীতিমালায় পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা। পরিপালন বিষয়ক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট খাতের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- ৩.১.৩ পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা।
- ৩.১.৪ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও এর বাস্তব প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া।
- ৩.১.৫ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ টেকসই উপায়ে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা; উদ্ভাবিত ও হস্তান্তরিত নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
- ৩.১.৬ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কর্মসূচিগুলোতে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষার প্রসার। শিল্পকারখানার জন্য সবচেয়ে জরুরি পরিবেশসহ অন্যান্য বিষয় যেমন- শিক্ষা/প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- ৩.১.৭ এ শিল্প খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা পরিপালন নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত পরিবীক্ষণে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ/নিরপেক্ষ নিরীক্ষক দলের সহায়তা নেওয়া।

##### ৩.২ পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য উপকরণ ও জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চামড়া শিল্পকারখানায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। শিল্পকারখানায় পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের একটি সফল মডেল তৈরি করতে হবে যা পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কৌশলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০১ (২০১৫) স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হবে।

- ৩.২.১ অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, নিঃসরণ হ্রাস ও দূষণ রোধ, পরিবেশের মান ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত ও উন্নত করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
  - ৩.২.২ সকল শিল্পকারখানায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ;
  - ৩.২.৩ চামড়া শিল্পকারখানায় বিশ্বমানের পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা এবং এ সকল প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রয়োগের জন্য দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান;
  - ৩.২.৪ গ্রহণযোগ্য পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কার্যকর করার কৌশলসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন;
  - ৩.২.৫ চামড়া শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল কৌশল ও পরিকল্পনায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তকরণ;
  - ৩.২.৬ ট্যানারি/শিল্প কারখানার সাথে আবশ্যিকভাবে স্থানীয়/কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের বিধান কার্যকরকরণ;
  - ৩.২.৭ কঠিন বর্জ্য রাখার সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ এবং পাশাপাশি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অর্থাৎ পরিবেশসম্মত পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে মূল্য সংযোজক পণ্য উৎপাদনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
  - ৩.২.৮ চামড়া সংগ্রহকালে পশুর লেজ, কান, নাড়িভুড়ি, চর্বি, রক্ত, হাড়, গোবর প্রভৃতি বর্জ্যপণ্যের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যবসায়ীদের উদ্ভুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
  - ৩.২.৯ ট্যানারি শিল্পনগরীতে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য আধুনিক কেন্দ্রীয় হিমাগার (Cold Storage) নির্মাণ;
  - ৩.২.১০ চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চামড়া শিল্পখাতে কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
  - ৩.২.১১ দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলে/এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে উন্নত চামড়া প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
  - ৩.২.১২ চামড়া শিল্পপল্লী/নগরীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্লীন টেকনোলজি স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।

### ৩.৩ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়াবলী পরিপালন

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পখাতে পরিপালনীয় আইনকানুন মেনে চলা এবং কারখানায় স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন প্রক্রিয়া, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের গুণগত মান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানাগুলোকে যথাযথ কৌশল গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

- ৩.৩.১ শনাক্ত করার পদ্ধতির (traceability system) সঠিক বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন অর্থাৎ পশুর চামড়া সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও চামড়ার গুণগত মান টেকসই হওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত নিরীক্ষকদের পরামর্শ নেওয়া;
- ৩.৩.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ট্যানারি/কারখানাগুলোতে শ্রম আইন ও নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রয়োগ করা;
- ৩.৩.৩ চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য কর্পোরেট বিমার বিষয় প্রচলন করা;
- ৩.৩.৪ নতুন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং দক্ষ ও নিরাপদ কাজের অনুশীলন গ্রহণ করা;
- ৩.৩.৫ এ খাতে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/কোড ও স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন কোন বিধি-বিধান ও স্ট্যান্ডার্ড চালু হলে সে তথ্য বেসরকারি খাতকে অবহিত করা;
- ৩.৩.৬ এ খাতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদপত্র পেতে উদ্বুদ্ধ করা; যেমন: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিচালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ এর স্বীকৃতি এবং টেক্সটাইল অ্যান্ড ক্যালিট্রেশন ল্যাবরেটরির জন্য আইএসও ১৭০২৫ (২০১৭) স্বীকৃতি।
- ৩.৩.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতকে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইন প্রতিপালন সাপেক্ষে সবুজ শ্রেণিভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

### ৩.৪ খাত ও অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে আধুনিক করতে অবকাঠামো খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে। খামারের পশুদের যত্ন ও কল্যাণ বিষয়ক আইন প্রতিপালন, প্রচার ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইনে প্রতিটি চামড়াজাত পণ্যকে টেকসই উপায়ে শনাক্ত করার সক্ষমতা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ধার্য করা হবে।

- ৩.৪.১ বর্তমানে প্রচলিত যত্রতত্র পশু জবাইয়ের অনুমতির পরিবর্তে পশু জবাইয়ের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে আধুনিক কসাইখানা স্থাপনে আইন প্রণয়ন। কসাইদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কসাইখানাগুলোর পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ। অধিকতর নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালাতে এবং পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর সাথে কাজ করা;
- ৩.৪.২ বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে চলমান গুণগত মান, বিধি-বিধান এবং পরিবেশগত চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকাজে বিদ্যমান প্রযুক্তি ও মেশিনারি উন্নত করতে এবং পরিচালনা কার্যক্রম ও কৌশল আধুনিকায়ন করতে ট্যানারি শিল্প মালিকদের সচেতন করা;
- ৩.৪.৩ চামড়া শিল্প কারখানার জন্য নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। সংরক্ষণ ও দক্ষতা পরিমাপ করার মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করতে ট্যানারি শিল্প মালিকদের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করা;
- ৩.৪.৪ স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যাতায়াতসহ সকল ধরনের অবকাঠামো ও পরিবেশ সংরক্ষণকারী আবশ্যিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করে চামড়া শিল্পের অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) তৈরি করা;
- ৩.৪.৫ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) ভিত্তিক চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারকগণের এক জায়গা থেকে কাস্টমসের ছাড়পত্র পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ৩.৪.৬ চামড়া শিল্পে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এ খাতে অসঙ্গতি দূরীকরণে শিল্পকারখানায় জেন্ডার বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা ও অনুশীলন পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বয়সাধন করা;
- ৩.৪.৭ গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ সুপারভাইজার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় নারীদের আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ সংক্রান্ত ইতিবাচক নীতিমালা প্রণয়নে নির্দেশাবলী প্রতিপালন করতে কারখানাগুলোকে উৎসাহিত করা;
- ৩.৪.৮ লীড টাইম ও ব্যয় কমানো এবং দ্রুততার সাথে কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চামড়াখাতে কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়ারহাউজ স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;
- ৩.৪.৯ লিড টাইম কমানোর জন্য চট্টগ্রামসহ সকল বন্দরে অগ্রাধিকারভিত্তিক/দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় চামড়া শিল্পের কাঁচামাল ছাড়করণ ও পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা;
- ৩.৪.১০ চামড়া ব্যবসায়ীদের চামড়া সাময়িকভাবে সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।



**৩.৫ বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম**

- ৩.৫.১ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্যে নিয়মিত চামড়াজাত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এবং উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে সহায়তাকরণ;
- ৩.৫.২ কার্যকর বিপণন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে জোর দেওয়া;
- ৩.৫.৩ উন্নত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে রপ্তানিতে প্রাধিকারভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা (Preferential Treatment) লাভের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ৩.৫.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রপ্তানি ঋণ সহায়তা স্কিম (Export Credit Guarantee Scheme) এবং রপ্তানি সহায়তা তহবিল (Export Development Fund) এর পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন করা;
- ৩.৫.৫ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের (Compliance and Conformity Regulation) বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা;
- ৩.৫.৬ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি বাজার সংশ্লিষ্ট দেশের বিধি-নিষেধের (Compliance) আলোকে সার্টিফিকেশনের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জনবলসহ সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- ৩.৫.৭ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত চামড়ার সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Crust and Finished Leather রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত করে অধিকতর মূল্য সংযোজনকারী পণ্য যেমনঃ চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে উৎসাহিতকরণ এবং এরই আলোকে নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।

**৩.৬ শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি**

বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের জন্য চামড়া শিল্পের সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইনে শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি করা জরুরি। এছাড়াও কাঁচা চামড়ার লভ্যতা এবং সার্বিক গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।

- ৩.৬.১ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে গুচ্ছ (ক্লাস্টার) তৈরি করাকে উৎসাহিত করা;
- ৩.৬.২ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনের (কসাইখানা, ট্যানারি, চামড়াজাত পণ্য) প্রতিটি স্তরে দক্ষতা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ মেকানাইজড ফিনিশিং মেশিনারি স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- ৩.৬.৩ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এলআরআই) সাথে ট্যানারিগুলোর যোগাযোগ স্থাপন করা;
- ৩.৬.৪ কৌশলগত জোট গঠন, উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং বাংলাদেশের তেতরে ও বাইরে কার্যকর সংযোগ স্থাপনসহ শিল্পকারখানা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ;
- ৩.৬.৫ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করা। ছোট ছোট কোম্পানির সাথে বড় এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের বন্দোবস্ত করতে উৎসাহিত করা;
- ৩.৬.৬ বৈশ্বিক ধারা অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত চামড়া তৈরি ও ডিজাইন করার ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা, যেন চামড়াজাত পণ্যের বৈচিত্র্যতা তৈরি করে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বাজারে নতুন নতুন পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়;
- ৩.৬.৭ রাসায়নিক পদার্থের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করার পর চামড়া শিল্প নগরী/পার্ক এলাকায় বহল ব্যবহৃত কঠিন রাসায়নিক পদার্থের সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা ও কঠিন রাসায়নিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে আগ্রহী স্থানীয় কোম্পানির জন্য সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া;
- ৩.৬.৮ নতুন গুচ্ছ মডেলের মাধ্যমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) তৈরি এবং কোম্পানিগুলোর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বড় বড় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- ৩.৬.৯ চামড়া শিল্পে নতুন নতুন অংশীদার খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে চামড়াজাত পণ্য সংগ্রহকারী কোম্পানিগুলোর জন্য দেশে-বিদেশে বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা;
- ৩.৬.১০ স্থানীয় ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব, স্বজনশীল শিল্প হিসেবে এ খাতের পুনর্গঠন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন করা ও তাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাস বা মিশনে একটি বিশেষ ইউনিট স্থাপন;
- ৩.৬.১১ ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বন্ড সুবিধা বৃদ্ধিসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা যেমনঃ রপ্তানি ভর্তুকি, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ফায়ার সেইফটি ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি ক্রয়ে সুবিধা প্রদান;
- ৩.৬.১২ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রতারণা পদ্ধতি সহজ করা।

**৩.৭ দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন**

এ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর ও উন্নীত করার লক্ষ্যে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রয়োজন।

- ৩.৭.১ নারীর অংশগ্রহণসহ একটি দক্ষ জনবল গঠন করার লক্ষ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;
- ৩.৭.২ স্থানীয় পাদুকা প্রস্তুতকারীগণ যাতে তাদের নিজস্ব ডিজাইন সকলকে উপস্থাপন করতে পারেন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হন সে লক্ষ্যে পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। কোন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক ডিজাইন ইনস্টিটিউটের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;
- ৩.৭.৩ চামড়া শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং বিদ্যমান ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএলইটি)-কে আরও উন্নত করা। জ্যেষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান, মার্চেন্ডাইজার ও সুপারভাইজারসহ ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের উপখাতগুলোর সকল পর্যায়ের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী তৈরিতে সক্ষমতার উপর জোর দেয়া;
- ৩.৭.৪ চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;
- ৩.৭.৫ নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া ও অনুশীলন ব্যবহার/গ্রহণ করার মাধ্যমে চামড়া প্রস্তুতকারী খাত যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয় সেজন্য চামড়া শিল্পের চাহিদা সম্পর্কে পরিচিতিমূলক পাঠক্রম তৈরি করা এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উৎপাদন প্রকৌশল পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;
- ৩.৭.৬ শিল্পের সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া;
- ৩.৭.৭ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ;
- ৩.৭.৮ পশুর চামড়া ছাড়ানোর জন্য গ্রাম/অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষিত কর্মী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষভাবে ঈদ-উল আযহার পূর্বে পশুর শরীর থেকে চামড়া ছাড়ানোর পদ্ধতি, সংরক্ষণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কসাই ও চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- ৩.৮ **স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজীকরণ**
- বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারকদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে হলে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ৩.৮.১ চামড়া শিল্পের উন্নয়নকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিতে এবং এ খাতে উপযুক্ত প্রকল্পের/বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) একটি বিশেষায়িত সেল স্থাপন করা। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস স্থাপন করা;
- ৩.৮.২ কাঁচামাল, মেশিনারি ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক বিষয়ক নীতিমালা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ রাখা;
- ৩.৮.৩ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্বলিত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং পাদুকার জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার মানোন্নয়নে বিদ্যমান ট্যানারিগুলোকে আধুনিক করার জন্য বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বিশেষ সুযোগ তৈরি করা;
- ৩.৮.৪ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চামড়া শিল্পের পক্ষে বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের সাথে অগ্রসংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান;
- ৩.৮.৫ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে চামড়া খাতের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ (যথা: ইডিএফের আকার, বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থার ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities, অগ্নি ও বিল্ডিং সেইফটি এবং কমপ্লায়েন্ট সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্ট) তৈরি পোশাক শিল্পের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধার অনুরূপ করা;
- ৩.৮.৬ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরি শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;
- ৩.৮.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।
- ৩.৯ **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার**
- ৩.৯.১ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইন পুনর্বিদ্যায়িত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে পরিপূর্ণ সহায়তার লক্ষ্যে পরামর্শমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ৩.৯.২ চামড়া খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান এসোসিয়েশনসমূহসহ ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো নিয়ে একটি যৌথ ফোরাম গঠন।
- ৩.১০ **চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা**
- চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, পরিবেশ সুরক্ষা, অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন এবং অবকাঠামো বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন। রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে।

- ৩.১০.১ সবুজ প্রযুক্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিক ঋণ আকর্ষণ করা ও সেগুলো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা এবং খাতভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
- ৩.১০.২ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি পুঁজি বাজার তৈরি করা এবং দেশি ও বিদেশি মূলধন সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কারিগরি উদ্যোগে চামড়া শিল্প/ট্যানারিগুলোর আর্থিক চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান;
- ৩.১০.৩ পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম গ্রহণকারী চামড়া শিল্প/ট্যানারিগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রণোদনামূলক অর্থ প্রদান করা;
- ৩.১০.৪ উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান যারা আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনে আগ্রহী তাদের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া;
- ৩.১০.৫ অধিক পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করা;
- ৩.১০.৬ শনাক্ত করার পদ্ধতি (traceability system) বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা এলাকায় ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- ৩.১০.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ;
- ৩.১০.৮ অধিকতর উন্নত নমুনা তৈরি ও পরীক্ষার জন্য ট্যানারিগুলোর সাথে চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সম্পৃক্তকরণ এবং সহায়তা প্রদান;
- ৩.১০.৯ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তহবিলের যোগান দেওয়া ;
- ৩.১০.১০ আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল প্রস্তুতকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক এমন স্বনামধন্য স্থানীয় কোম্পানির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা;
- ৩.১০.১১ এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী বা বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা;
- ৩.১০.১২ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানি শিল্পখাতে অন্তত আগামী ৫ বছরের জন্য বিদ্যমান নগদ প্রণোদনার মতো আর্থিক সুবিধা প্রদান করা;
- ৩.১০.১৩ ট্যানারি ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলোর জন্য গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ) থেকে সবুজ অর্থায়ন জোগাড় করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সেগুলো বিতরণ করা;
- ৩.১০.১৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) এর পরিধি সম্প্রসারিত করা;
- ৩.১০.১৫ স্থানীয় এবং রপ্তানিমুখী উভয় ধরনের চামড়া শিল্পে ব্যবহার্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা;
- ৩.১০.১৬ চামড়া শিল্পের কাঁচা চামড়া আমদানিতে সুবিধা প্রদান;
- ৩.১০.১৭ ভবিষ্যতে চামড়া শিল্পের কাঁচামাল/কাঁচা চামড়ার সংকট নিরসনে বাণিজ্যিকভাবে গবাদি পশু পালনে উৎসাহিতকরণ ও এ খাতে প্রণোদনা প্রদান।

## অধ্যায় ৪

### ৪. নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রস্তাবিত 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা' বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

### ৪.১ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ

এ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ' নামে একটি পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ পরিষদ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি-কাঠামোর জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে :

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৪	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৫	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য

১২	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
২৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
২৪	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
২৬	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
২৭	মহাপরিচালক, বিএসটিআই	সদস্য
২৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
২৯	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩০	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
৩২	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	সদস্য
৩৩	সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৪	সভাপতি, ঢাকা চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৫	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ	সদস্য
৩৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৮	সভাপতি, লেদার গুডস, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৯	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	সদস্য
৪০	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৪১	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

## ৪.২ সমন্বয় পরিষদের কার্যপরিধি

- প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোন সময় সভা আহ্বান করা যেতে পারে;
- 'সমন্বয় পরিষদ' সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে এ নীতিমালায় বর্ণিত কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে;
- পরিষদ চামড়া শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে;
- পরিষদ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে জোরদার ও সহযোগিতা প্রদান করবে;
- পরিষদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা' পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে;
- পরিষদ প্রয়োজনানুসারে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে কিংবা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

## ৪.৩ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করা হবেঃ

০১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
০৫	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য

০৬	পরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	সদস্য
০৭	সদস্য, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
০৮	যুগ্মসচিব (নীতি)	সদস্য
০৯	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১০	পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
১১	পরিচালক, চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	সদস্য
১৪	পরিচালক, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
১৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭	সভাপতি, লেদার গুডস, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৯	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব),	সদস্য
২০	সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি শাখা)	সদস্য-সচিব

## ৪.৪ বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধি

৪.৪.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

৪.৪.২ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্পখাতের বর্তমান শ্রম বাজার, কর্ম পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিবিএস-এর যৌথ উদ্যোগে সময়ে সময়ে এ সংক্রান্ত শুমারি/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৪.৪.৩ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৪.৪.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সমন্বয় পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৪.৪.৫ জাতীয় আমদানি ও রপ্তানি নীতি, জাতীয় শিল্পনীতি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

৪.৪.৬ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিষদ সমন্বয় পরিষদের কাছে সুপারিশ পেশ করবে।

৪.৪.৭ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৪.৪.৮ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে কিংবা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

## ৫. কৌশলগত বাস্তবায়ন কার্যনির্বাহী দল (এসআইটিএফ)

৫.১ এ নীতিমালায় সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও পদক্ষেপের বিষয় উল্লেখ আছে এবং এগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে পাঁচ-বছরের বেশি সময় লাগবে। কৌশল ও পদক্ষেপগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে একটি শক্তিশালী সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি থাকা জরুরি যেন ফলাফলগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে অর্জন করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কৌশলগত বাস্তবায়ন কার্যনির্বাহী দল (এসআইটিএফ) গঠন করা হবে। এসআইটিএফ গঠন করার জন্য বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করবে।

৫.২ বাস্তবায়ন পরিষদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এসআইটিএফ পূর্ণকালীন কাজ করবে।

৫.৩ নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে এবং জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা সমস্যা সম্পর্কে এসআইটিএফ বাস্তবায়ন পরিষদের কাছে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন জমা দেবে।

## ৬. নীতিমালা পর্যবেক্ষণ

নীতিমালার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রভাব যথাযথ সূচক ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং সেখানে বেসরকারি খাত ও চামড়া খাতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ থাকবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি সংস্থা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী গঠিত পৌর-পর্যায়ে জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত কমিটিগুলোর দায়িত্ব হবে কৌশলগুলোর লক্ষ্যমাত্রা, বিষয়বস্তু ও সমাধানগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

পরিবেশ সুরক্ষা, পরিপালন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষণ ও অবকাঠামো, পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ, সক্ষমতা তৈরি ও শিক্ষিত/সচেতন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমকে বেগবান করা হবে।

পরিশিষ্ট ১

১. ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা’ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সকল অংশীজনের সক্রিয় সম্পৃক্ততা। এজন্য প্রয়োজন একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ খাতের বিকাশে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পর্যাপ্ত ও কার্যকর অবকাঠামো গঠন, অর্থায়ন এবং অন্যান্য আইনকানুন ও বিধি-বিধান নিশ্চিত করা, অভিজ্ঞতা স্থানান্তরে সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করার জন্য সরকারি খাতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ বিষয়ক আইনকানুন ও বিধি-বিধান; পরিবেশবান্ধব পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি; সিইটিপির কার্যকর ব্যবহার; বিদ্যুৎ ও সড়ক ব্যবস্থা; বর্জ্য সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, বন্ডেড ওয়ারহাউজ পদ্ধতি, পশুপালন পদ্ধতির আধুনিকায়ন; শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা; খাতভিত্তিক রূপান্তরের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা প্রদান। আরও বেশি স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য এ উদ্যোগগুলো নিয়মানুগ ও ব্যবসাবান্ধব হিসেবে এদেশের চামড়া শিল্পের নতুন ভাবমূর্তি গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এগুলো চামড়ার সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও শক্তিশালী অগ্রসংযোগ ও পশ্চাৎসংযোগ (backward and forward linkage) সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতকেও উৎসাহিত করবে।

১.১ সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	
<b>টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয় পরিপালন (অনুঃ ৩.১)</b>							
১. পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিদ্যমান আইন পরিমার্জন এবং সংযোজন	১.১ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য বিদ্যমান পরিবেশবিষয়ক আইন/ নীতিমালা/ বিধিমালা পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন		√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক	
	১.২ আন্তর্জাতিক মান পূরণ করার লক্ষ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা নিরূপণের জন্য সরকার, পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের মধ্যে সমন্বয় সাধন			√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
২. পরিবেশ সুরক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে শক্তিশালী ও একীভূত করা	২.১ শিল্পকারখানার দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর পদ্ধতি চালু করা এবং শক্তিশালী করা, যেমন ট্যানারি ও ট্যানারি-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যেসকল বিষয় সম্পৃক্ত হয়েছে বা সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন সেগুলোর জন্য পরিবেশ বিষয়ক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা		√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক, এলআরআই	
	২.২ পরিবেশ বিষয়ক মান নিশ্চিত করার জন্য বিসিকের সাথে সমন্বিতভাবে বিশেষ নিরীক্ষা ইউনিট গঠন, যারা মূলত দৈবচয়নভিত্তিতে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে				√	পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	২.৩ বিরোধ নিষ্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া নির্ধারণ		√			পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	২.৪ শিল্পকারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ বিষয়ক নিরীক্ষার জন্য বিশেষ ইউনিটে কর্মরত বাংলাদেশি টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের উপযুক্ততা মূল্যায়ন করা ও নিশ্চিত করা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং ট্যানারির সাথে জড়িত সম্ভাব্য অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যক্রমের জন্য মনোনীত ইউনিটকে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান			√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
৩. পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত R&D (গবেষণা ও উন্নয়ন) জোরদার ও প্রয়োগ করা	৩.১ লবণাক্ত বর্জ্য-পানি শোধন পদ্ধতি, কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য অপসারণের স্থান এবং কঠিন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট, পানি শোধনাগার এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আবশ্যিক বিষয়াবলী নির্ধারণ করতে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য চামড়া গবেষণা ইন্সটিটিউট (এলআরআই) বা উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্ত করা			√	এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক	
	৩.২ প্রভাব ও সক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করা এবং কঠিন বর্জ্য শোধনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন			√		এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
	৩.৩ কঠিন বর্জ্য অপসারণের স্থান নির্ধারণ ও সেগুলো পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য সুপারিশমালা প্রদান এবং তা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ মূল্যায়ন করা		✓		এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক
৪. ট্যানারিগুলোর বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা এবং একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৪.১ পরিবেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী ট্যানারিগুলোর compliance পর্যালোচনা করা এবং compliance-এর ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতায় যেসকল নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো শনাক্তপূর্বক সুপারিশমালা প্রণয়ন		✓		বিসিক	বেসরকারি খাত
	৪.২ অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ট্যানারির উপ-খাতের জন্য পরিবেশবিষয়ক মানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন			✓	বেসরকারি খাত	ব্যবসায়ী সংগঠন
৫. দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তর	৫.১ পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা ও সেবা অনুশীলন প্রশিক্ষণের সহায়তার জন্য স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	✓			বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.২ পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিদর্শন কার্যক্রম ও লঙ্ঘনের বিধান সম্পর্কে সময়মত, নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় ডেটাবেজ তৈরি করা			✓	পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.৩ আইনী বিষয় লঙ্ঘন ও পরিবেশ বিষয়ক অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান শুরু করা	✓			পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.৪ কঠিন বর্জ্য সংরক্ষণাগার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণের জন্য কর্মপরিকল্পনা চালু করা			✓	পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
৬. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষা জোরদার করা	৬.১ শিল্পকারখানার সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া			✓	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৬.২ মানবসম্পদ যেন পরিবেশ সুরক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া			✓	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন
<b>অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া (অনুঃ ৩.২)</b>						
৭. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সিইটিপি প্রত্যয়ন	৭.১ চামড়া শিল্পের সিইটিপি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য এদেশের টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা মূল্যায়ন ও তা নিশ্চিত করা		✓		বিসিক	পরিবেশ অধিদপ্তর
	৭.২ সিইটিপি পরীক্ষাগারে যথাযথ উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা যেন তা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।		✓		বিসিক	বিএসটিআই
	৭.৩ ট্যানারি ও তাদের ক্রেতাদের পারস্পরিক দীর্ঘ-মেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করতে সিইটিপিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন করা		✓		বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
৮. সিইটিপি-তে ট্যানারির বর্জ্যের বিষয়ে আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য আইনি বিধি-বিধান আদর্শ মান ও কারিগরি নির্দেশনা নির্ধারণ ও প্রকাশ করা	৮.১ শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য গবেষণা, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করা		✓		বিসিক, পরিবেশ অধিদপ্তর	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৮.২ শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন এবং সিইটিপিতে ট্যানারির বর্জ্যের বিষয়ে আইনি বিধি-বিধান, নির্দেশনা ও মান নির্ধারণ এবং তা প্রকাশ করা				বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	
৯. পরিবেশ সম্পর্কিত মান গ্রহণ এবং আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন বাস্তবায়নে ক্লাস্টার মডেল তৈরি করা।	৯.১ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় পরিপালন এবং আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরবরাহ শৃঙ্খলের সর্বস্তরে গুচ্ছ মডেলের উপর জোর দেওয়া			✓	বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন		
	৯.২ নির্দিষ্ট সময় পর পর সিইটিপি'র কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং সিইটিপি থেকে উৎপন্ন বর্জ্যের মান এবং পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও চাহিদা পরিপালন সম্পর্কে বিসিক বা মনোনীত অন্য কোনো পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মনোনয়ন/ছাড়পত্র পেতে একটি প্রত্যায়িত স্বাধীন সংস্থা গঠন করা				✓	বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	পরিবেশ অধিদপ্তর
১০. শিল্প কারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে একটি সফল মডেল তৈরি করা ও তা প্রত্যয়ন করা	১০.১ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল প্রক্রিয়ায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার উপর জোর দেওয়া এবং ব্যবস্থাপকগণকে শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, নীতিমালা ও আইন-কানূনের বিষয়ে সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজনে উৎসাহ দেওয়া।			✓	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন	
	১০.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০০(২০১৫) স্বীকৃতি পেতে গুচ্ছ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা			✓	বিসিক, বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন	
১১. চামড়ার সম্পূর্ণ মূল্য শৃঙ্খলে আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়তা করতে প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা	১১.১ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সাভারস্থ খাতভিত্তিক পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা	✓			বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন	
	১১.২ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নিরীক্ষকগণের সাথে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা				✓	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১১.৩ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের ক্ষমতা উন্নয়নে প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পকারখানায় প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় পরিপালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট খাতকে সহায়তা করা			✓		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ
<b>পরিপালন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (অনুঃ ৩.৩)</b>							
১২. শ্রম আইন বলবৎ ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি	১২.১ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ			✓	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আইএলও, বেসরকারি খাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড	
	১২.২ সিএসআর ও ওএইচএস উদ্যোগে সম্পৃক্ত হতে উপ-কমিটি গঠন		✓		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বিসিক	
	১২.৩ ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানায় শ্রম আইন ও নিরাপত্তার মানদণ্ড গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে একটি নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এ সম্পর্কে প্রচার			✓		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১২.৪ শিল্পকারখানায় জেন্ডার বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বয়সাধন			✓		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১২.৫ কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানকে যুক্ত করতে এ খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান			✓		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি



উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	শিল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান		
১৩. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) নীতিমালা গ্রহণ	১৩.১ শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা		✓		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি		
	১৩.২ এই খাতে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মানসম্পন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ও আন্তর্জাতিক বিধি ও মান পরিপালন করার বিষয়ে উৎপাদনকারীগণকে সংবেদনশীল করা	✓			মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি		
	১৩.৩ এলডব্লিউজি-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরিপালন ও পূর্ণাঙ্গা সনদ পাওয়ার পূর্বে উন্নতি করার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে কোম্পানিগুলোর জন্য একটি স্ব-মূল্যায়ন টুল/উপকরণ তৈরি করা।			✓		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি	
	১৩.৪ পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানার জন্য একটি স্ব-মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি করা যেন প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের দ্বারা পরিচালিত সিএসআর নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে উন্নতির ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম করা			✓		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি	
১৪. সিএসআর ও ওএইচএস পরিপালনের জন্য নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন	১৪.১ সিএসআর প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শক্তিশালী করা, যা প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলার কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং রূপান্তরকালীন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে		✓			ব্যবসায়ী সংগঠন	বেসরকারি খাত	
	১৪.২ বৈশ্বিক বাজারে চামড়া খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য নিয়মিত নিরীক্ষা ও সনদ প্রদান পদ্ধতির বিষয়ে উৎসাহিত করা			✓			ব্যবসায়ী সংগঠন	বেসরকারি খাত
<b>অবকাঠামো উন্নয়ন (অনুঃ ৩.৪)</b>								
১৫. বর্তমানে চলমান জবাই করার পদ্ধতি সংগঠিত করা ও আধুনিকায়ন করা	১৫.১ পশু জবাই করার কার্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করা	✓				স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন	
	১৫.২ বর্তমান পদ্ধতি ও কৌশল মূল্যায়ন করতে এবং আন্তর্জাতিক সেবা অনুশীলন অনুযায়ী কসাইখানার সক্ষমতা অর্জন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে সুপারিশমালা প্রণয়ন			✓			স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৫.৩ আলাদা আলাদা কসাইখানা শনাক্তকরণ এবং গুচ্ছ মডেল ও বিদ্যমান কসাইখানাতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা	✓					স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৫.৪ অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবহন ব্যবস্থা সহজ করার জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করা				✓		স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
১৬. ইজেডএস ও বন্ডেড ওয়ারহাউজ সুবিধার অবকাঠামো উন্নত করা	১৬.১ টিআইইডি-র জন্য স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা			✓		বিদ্যুৎ বিভাগ, টিআইইডি		
	১৬.২ কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া যেন বিদ্যুৎ না ঘটিয়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়				✓			
	১৬.৩ এসএমই-র জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউজ সুবিধা উন্নত করা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও শুল্ক প্রত্যর্পন (duty drawback) পদ্ধতি সহজ করা				✓		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৬.৪ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির ক্ষেত্রে এক স্থান থেকে কাস্টমসের ছাড়পত্র পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সংস্কার বাস্তবায়ন করা			✓			জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৬.৫ টিআইইডি-তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে বাজেট প্রদান ১৬.৬ সাধারণ সুবিধাসম্বলিত শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক/এস্টেটের মতো বাণিজ্যিক অবকাঠামো স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা				✓		স্থানীয় সরকার বিভাগ বেজা, বেপজা, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	শল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১৭. সিএসআর, ওএইচএস ও শ্রম আইন মেনে চলার জন্য ট্যানারিগুলোকে সংগঠিত ও আধুনিকায়ন করা	১৭.১ ব্যবস্থাপনার সর্বাধুনিক কৌশল, উপকরণ, আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং কারখানার ভেতরে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া পর্যন্ত সার্বিক প্রবাহ উন্নত করতে সর্বোৎকৃষ্ট অবকাঠামো তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক সেবা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদেরকে সম্পৃক্ত করা। উন্নত ট্যানারিগুলোকে অবশ্যই সকল ধরনের সিএসআর এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান পূরণ করতে হবে।			✓	শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
১৮. ট্যানারিতে বিদ্যমান উৎপাদন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উন্নত করা	১৮.১ চামড়া (হাইড ও স্কিন) সংরক্ষণের জন্য হিমাগার (cold storage) তৈরি করা (যেখানে ভরা মৌসুমে চামড়াগুলো ২-৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে)			✓	বিসিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৮.২ নিম্নমানের চামড়ার বিশাল মজুদ কমিয়ে আরও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসতে ট্যানারিগুলোকে দরকারি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি (process control equipment) সংগ্রহে উৎসাহিত করা			✓	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান	ব্যবসায়ী সংগঠন
১৯. উৎপাদনের পারফরমেন্স মূল্যায়ন ও উন্নত করা	১৯.১ প্রক্রিয়া ও অনুশীলন উন্নত করতে ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানাগুলোর সাথে কাজ করতে উৎপাদন কাজে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করা, যার ফলে ব্যয় হ্রাস পাবে ও উৎপাদনের সময় কমে আসবে		✓		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.২ পারফরমেন্সের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের বিপরীতে গুচ্ছ কোম্পানিগুলোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করতে সেগুলোর মূল্যায়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা			✓	এলআরআই, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.৩ উৎপাদনের সর্বাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা উন্নত করার মাধ্যমে ব্যয় ও উৎপাদনের সময় হ্রাস করার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা			✓	বিসিক, এনপিও	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.৪ বিদ্যমান চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই)-এর উৎপাদন ক্ষমতার সুযোগ বৃদ্ধি করতে এবং চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে সাধারণ সুবিধা প্রদান করে ট্যানারি গুচ্ছকে সহায়তা করতে এলআরআইকে আরও শক্তিশালী করা			✓	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
২০. শনাক্ত করার ও টেকসই হওয়ার ক্ষমতা (Traceability and Sustainability)	২০.১ ট্যানারিগুলোকে একটি সাসটেইনেবিলিটি টিম গঠনে উৎসাহিত করা, যাদের দায়িত্ব হলো আইন-কানূনের সাথে সম্পৃক্ত প্রক্রিয়ার এবং সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে পরিবেশ সুরক্ষা, পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ও শনাক্তকরণ ক্ষমতার (traceability) আলোকে সেগুলোর বাস্তবায়নের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা			✓	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়, চেম্বার্স	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২০.২ মজুদ পণ্য নিয়ন্ত্রণ, চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান এবং উপকরণ ও সম্পদের চাহিদা নিরূপণের জন্য আরও নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে চামড়ার মূল্য শৃঙ্খলে ইআরপি (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) চালু করা			✓	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
<b>বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম (৩.৫)</b>						
২১. বাজারে প্রবেশ	২১.১ বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদেরকে প্রভাবিত ও আকর্ষণ করার জন্য সফলতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করতে বাজার গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎপাদনমূল্য ও বিক্রয়মূল্য বিশ্লেষণ করা		✓		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্পমন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.২ বিপণনের উপযুক্ত পোর্টফলিও তৈরি ও নমুনা সংগ্রহে নির্বাচিত কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ	✓			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২১.৩ চামড়া শিল্পের পুনর্গঠন ও পরিবেশবান্ধব, সৃজনশীল ও উচ্চ-মানসম্পন্ন শিল্প হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	✓			বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
	২১.৪ অভীষ্ট বাজারগুলোতে এ শিল্পের প্রবেশে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করা		✓		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.৫ উত্তর ইউরোপসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশে উপযুক্ত বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের সাথে রপ্তানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষায়িত বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	✓			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.৬ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রপ্তানি ঋণ সহায়তা স্কিম এবং রপ্তানি সহায়তা তহবিলের পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন করা।			✓	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যবসায়ী সংগঠন
<b>শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি করা (অনুঃ ৩.৬)</b>						
২২. চামড়ার ভ্যালু চেইন (মূল্য শৃঙ্খল) ক্লাস্টার	২২.১ চামড়ার ভ্যালু চেইন ক্লাস্টারে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোকে মনোনীত করতে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সাথে মুক্ত আলোচনা			✓	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	
২৩. মূল্য শৃঙ্খলের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে খাতের তেতরে গুচ্ছ কোম্পানি তৈরি করা	২৩.১ পশ্চাৎসংযোগ শিল্পগুলোর জন্য কর অবকাশ (tax holiday) সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে একটি পশ্চাৎসংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করা		✓		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যারিফ কমিশন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.২ খাতভিত্তিক পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করতে গুচ্ছ তৈরিতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করা		✓		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.৩ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে বিদ্যমান পশ্চাৎসংযোগ, এগুলোর সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোনো নেতিবাচক প্রভাব নির্ধারণে গবেষণা করা		✓		এলআরআই, ট্যারিফ কমিশন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.৪ ট্যানারদের পক্ষে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া বিক্রয়কারী এবং কারিগরি বিষয় ও বিদেশি বাজারের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন লেদার এজেন্টদের (leather agent) সাথে কাজ করা		✓		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২৩.৫ প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া তৈরি ও ডিজাইনের সাথে ট্যানারিগুলোকে যুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ		✓		বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২৩.৬ প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া তৈরি ও ডিজাইন করার জন্য এলআরআই-কে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা	✓			বিসিক, এলআরআই	ব্যবসায়ী সংগঠন
২৪. চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	২৪.১ গুচ্ছ অংশগ্রহণকারী বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের বন্দোবস্ত করতে উৎসাহিত করা।			✓	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
২৫. সরবরাহ শৃঙ্খলকে যুক্ত করা	২৫.১ ট্যানারিগুলোর অবস্থা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য গুচ্ছ থাকা বড় বড় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও উন্নত করা	✓			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
<b>দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন (অনুঃ ৩.৭)</b>						
২৬. পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট	২৬.১ পণ্য উন্নয়ন, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য ডিজাইন ও বিক্রয়ের জন্য কর্মসূচি তৈরি করতে বা এগিয়ে নিতে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (বিইউএফটি)-কে উৎসাহ প্রদান		✓		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি	অর্থ বিভাগ

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
	২৬.২ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এগিয়ে নিতে পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা			✓	অর্থ বিভাগ, বিসিক	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ, ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই
	২৬.৩ এ ধরনের প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বরাদ্দ করা			✓	অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২৬.৪ সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের সুযোগের উপর জোর দেওয়া			✓	পিপিপি	অর্থ বিভাগ
২৭. দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করতে	২৭.১ এনটিভিকিউএফ-এর অংশ হিসেবে তৈরি পোশাক খাতের মতো কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন		✓		কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	
বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	২৭.২ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করা, যেন তাদের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ ঐ খাতের চাহিদাকে প্রতিফলিত করে		✓		বিসিক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল	ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই
২৮. ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা	২৮.১ ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ক-স্টাডি (চাকরির পাশাপাশি শিক্ষা) ও গুণগত মান বিশেষজ্ঞ, সুপারভাইজার/তত্ত্বাবধানকারী, প্রশিক্ষক ও মূল্যায়নকারীর জন্য শিল্পকারখানার চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পাঠক্রম প্রণয়ন করা			✓	বিসিক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৮.২ সংশ্লিষ্ট খাতে পরামর্শক পরিষেবা এবং কারখানা থেকে শুরু করে লাইন ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বিকেএমইএ-র সফল ইউনিটের আদলে একটি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সেল (পিআইসি) তৈরি করা		✓		বিসিক, এনপিও	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
২৯. প্রশিক্ষণ পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা	২৯.১ বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ পরিষেবায় ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা		✓		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	২৯.২ বিনিয়োগ করতে বা বিদেশি প্রশিক্ষণ পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে যৌথ উদ্যোগ তৈরি করতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা		✓		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, উইমেন চেম্বার্স	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	২৯.৩ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আকর্ষণ করতে একটি ব্যবসাবান্ধব বিনিয়োগ প্যাকেজ প্রণয়ন করা, যারা নতুন ব্যবসা তৈরি করতে পারবে বা বিদ্যমান স্থানীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে		✓		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
৩০. চামড়া খাতের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন প্রকৌশল স্নাতকের (production engineer graduate) জ্ঞান হালনাগাদ করা।	৩০.১ প্রকৌশলীদের কাছে চামড়া খাতকে পরিচয় করিয়ে দিতে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সহযোগিতা করা, যারা ভবিষ্যতে ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কোম্পানিগুলোকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও কর্ম পরিচালনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী তাদের সহায়তা করতে সক্ষম হবে		✓		কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	৩০.২ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠানে শিল্পকারখানা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য স্থানীয় বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে শিক্ষার্থী খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করা			✓	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
<b>স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজতর করা (অনুঃ ৩.৮)</b>						
৩১. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া	৩১.১ এ খাতটিকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এ একটি বিশেষায়িত ইউনিট তৈরি করা		✓		বিডা	
	৩১.২ কৌশলগত, পদ্ধতিগত ও দৈনন্দিন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে আনা; স্বচ্ছতার সাথে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস প্রদান করা।		✓		বিডা	
	৩১.৩ কাঁচামাল, মেশিনারি ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক নীতিমালা সুস্থিত করা এবং ঘন ঘন নীতিমালা পরিবর্তন এড়িয়ে চলা।		✓		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
৩২. চামড়া খাতে বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া	৩২.১ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্বলিত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং পাদুকার জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার মানোন্নয়নে বিদ্যমান ট্যানারিগুলোকে আধুনিকায়নে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা		✓		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	বিডা, ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.২ সেখানে অবস্থিত কৃত্রিম চামড়া ও ট্রিম তৈরির জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা, যেন আমদানির চাহিদা হ্রাস পায়		✓		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পিপিপি, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৩ রপ্তানি করার জন্য পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা	✓			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৪ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণে সহায়তা করতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করা	✓			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৫ এ খাতের চমৎকার সুযোগ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা	✓			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৬ চামড়া শিল্পের ব্যবসায়িক সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা	✓			বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	উইমেন চেম্বার
৩৩. রাসায়নিক পদার্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরির জন্য বিনিয়োগের আহ্বান	৩৩.১ এ খাতে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য মাত্রা ও মূল্যে বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব এমন রাসায়নিক পদার্থ শনাক্ত করতে গবেষণা করা			✓	চামড়া গবেষণা কেন্দ্র, বিডা	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	৩৩.২ স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল কোম্পানিগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ		✓		বিডা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
<b>সরকারি-বেসরকারি-অংশীদারিত্ব জোরদার করা (অনুঃ ৩.৯)</b>						
৩৪. ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর ভূমিকা জোরালো করা	৩৪.১ খাতভিত্তিক রূপান্তরে সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর তাদের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা			✓	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩৪.২ শিল্পকারখানার উন্নয়নের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতগুলোর কর্মকাণ্ড তৈরি করা।			✓	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩৪.৩ আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট খাতে যথাযথ প্রণোদনার ব্যবস্থা			✓	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
<b>অর্থায়ন ও প্রণোদনা (৩.১০)</b>						
৩৫. পরিকল্পনা ও বাজেট	৩৫.১ নীতিমালায় বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন উৎস প্রক্রিয়া শনাক্তকরণ		✓		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই

## Chapter 1

### 1. Introduction

The Leather and Leather Goods industry is an important sector as it is the country's second largest foreign exchange earner. The sector employs around 600,000 people directly and another 300,000 people indirectly. The sector contributes 4% of Bangladesh's total exports which is 0.5% of the country's total GDP. In 2017, the Government declared the leather and leather goods as the "product of the year". A target has been set to increase the export earnings from the sector to US\$5bn by 2024 which will contribute 1% to the total GDP. There is an urgent need to formulate a be-fitting 'Leather and Leather Goods Development Policy' to increase the capability of this industry with a view to achieve expected growth through expanding export and fulfill the target.

The leather, leather goods and footwear industry are growing rapidly worldwide. The global production of finished footwear of all types increased from US\$17.9bn in 2010 to US\$21bn in 2016; furthermore, the total global market for the entire leather sector was US\$139.76bn in 2017 (source: ITC 2018). Nevertheless, in 2016 Bangladesh ranked 8<sup>th</sup> in the world's footwear production. More than 76% of the total processed leather produced in 220s tanneries in Bangladesh was exported. However, there are huge opportunities to improve the situation. For that, Bangladesh has to integrate (Value Chain Integration) with the regional and global market gradually in a greater scale.

Meanwhile, some measures have been taken for developing the sector. The tanneries/factories relocated from Hazaribagh to Savar have started their production. Initiatives have been taken to establish export promotion zones and economic zones to attract local and foreign direct investors. Especially, initiatives have been taken to set up leather industrial estates in Chittagong and Rajshahi. Around 250mn sq. ft. of raw hides and skins are processed annually which consists of 63.98% cowhides, 32.74% goat hides, 2.23% buffalo hides and 1.05% sheep hides.

For the growth of leather sector, the role of major brands and retailers is of great importance. In order to meet the increasing demand for finished leather, the tanning industry of Bangladesh must increase its capacity and maintain international standards to achieve confidence of renowned brands and retailers. The entrepreneurs of this country should obtain proper knowledge about the products of major brands and retailers of the global market. The productivity of local producers needs to be globally competitive. Their capacity to cater trendy fashion goods and future demand of the market needs to be increased. Side by side, at every stage of leather industry, all parties who are involved in production need to act proactively for environmental protection and cleaner production. To do this, a suitable business model has to be adopted. A business and eco-friendly climate need to be created in the leather industries to provide quality processed leather, skilled manpower and diverse support services to attract both local and foreign investment.

This industry is facing problems at every stage, starting from the collection of raw material to processing, for example- the quality of hides and skins is not maintained at the slaughtering stage; the reasons include burn marks on skin for identification, improper way off laying, as well as inappropriate storage and transport of hides and skins. In order to establish a strong position in the international markets and expand local job market in the leather industry, the existing problems of the supply-chain need to be eliminated in a coordinated way. Government is keen to bring this sector under a coordinated development plan. For this reason, the Leather and Leather Goods Industry has been selected as a high priority sector in the National Industrial Policy 2016.

The leather and leather goods industry in Bangladesh are classified into three categories: 1) processed leather 2) footwear and 3) leather goods such as handbags, belts and wallets etc. Most of the tanneries in Bangladesh located at Leather Industrial Estate are small or medium-sized. These tanneries are engaged in production of 'wet-blue' and 'wet-white' leather. They work as backward linkage factories to the relatively large tanneries engaged in producing 'crust and finished' leather. Large industries are usually set up when they become capable of attracting big manufacturing industries of the global value chain. Through implementing a set of proper policy measures, the larger footwear or leather processing companies become capable of developing their own supply chain effectively in Bangladesh also.

There are some positive aspects in Bangladesh for developing the leather industry such as availability of raw hides and skins as well as the globally recognised high quality of its fine grain pattern, uniform fibre structure and smoothness. Most of the livestock are domestic and covering almost 1.8% of the world's cattle. There are opportunities of employing skilled labourers at a competitive wage. Furthermore, footwear and leather goods sub-sectors have potential for increased value addition. If the overall industry becomes environment and business-friendly, there are opportunities of increasing local and foreign investment. As the second largest export sector, if required facilities are provided, then the sector will be able to significantly contribute to the export.

### 1.2 Priority of the policy

This policy shall remain effective for the next five years. However, until the new policy is developed, the 'Leather and Leather Goods Development Policy 2019' shall remain in force. The 'Time-bound Action Plan' included in this policy may be amended and refined, if necessary.

## Chapter 2

### 2. Vision, Mission, Goals and Objectives

#### 2.1 Vision

Transform the leather and leather goods industry into a sustainable, environment-friendly and competitive sector.

#### 2.2 Mission

Obtaining the capacity to enter into the local and international market as a strong contender through the increase in productivity of leather and leather goods, maximizing the value addition and best practices by using the improved and environment-friendly technology.

#### 2.3 Goals

In order to establish the leather and leather goods industry as a sustainable, environment-friendly and competitive sector, we need to expand the local market and enhance the total export earnings to US\$5 billion and increase the contribution of this sector to the GDP from existing 0.5 percent to 1 percent by 2024.

#### 2.4 Objectives

- 2.4.1 Enabling the leather and leather goods sector to be competitive by increasing the production capacity through the use of improved and environment-friendly technology;
- 2.4.2 Ensure sustainable business-friendly environment to produce internationally accepted quality and standards as well as more competitive products;
- 2.4.3 Ensure improved infrastructure for efficient and effective industrialization;
- 2.4.4 Encourage and foster innovation, entrepreneurship and adoption of best management practices;
- 2.4.5 Create framework supporting joint participation of public and private sectors in development of scientific and technological competencies for the production of more and higher value-added goods for export;
- 2.4.6 Create a better position in the international market through establishing strong backward and forward linkage industries and to facilitate the production being market responsive and effective coordination in the total supply chain of the leather sector;
- 2.4.7 Promote and encourage local and foreign direct investment in the industry-related services of this sector;
- 2.4.8 Support establishment of vocational training centers and research institutes to develop skilled workforce in leather, leather goods and footwear sector; and
- 2.4.9 Take necessary initiative to increase the participation of female in the overall supply-chain of this sector.

## Chapter 3

### 3. Sustainable Environment-friendly Compliant Industry

#### 3.1 Sustainable Environment-Friendly Compliant Leather industry

The indispensable strategy of this policy is to make comply this industry with the existing acts/ regulations/policies for environmental protection.

- 3.1.1 Amend and addition necessary matters of environmental protection law(s), resolve the urgent issues related to environmental protection and issue directives to implement the rules/regulations.
- 3.1.2 Include issues on environmental protection in relevant socio-economic strategies and policies. Set up standards to monitor and evaluate sector's efficiency in related to compliance activities.
- 3.1.3 Strengthen the concerned government agencies responsible for the implementation of the laws related to environmental protection.
- 3.1.4 Emphasise on the introduction of latest technologies and its practical application for environmental protection.
- 3.1.5 Exploit and use of resources in a sustainable manner as well as adopt effective actions in order to prevent and control pollution; encourage use of energy saving products and produce renewable energy; adopt innovative, new and advanced technology.
- 3.1.6 Extend education on environment and climate change at all segments of the educational programs of the universities. Prioritise course/training programs on environment and other issues will be introduced as required by the industry.
- 3.1.7 Take assistance from the Leather Working Group/independent audit teams in order to monitor regularly on sustainable environmental-friendly compliance system in this sector.

### 3.2 Ensure Cleaner Production

Introduction of cleaner production is a necessity in all leather industries in order to ensure best use of natural resources, materials and fuels. A successful model has to be developed for the cleaner production in the industries, which will fulfill the target of cleaner production and help to achieve the accreditation of ISO 14001 (2015) for environmental management process.

- 3.2.1 Take measures to ensure sustainable development through cleaner production, emission reduction and pollution control; adopt systems to protect and improve the quality of environment and human health.
- 3.2.2 Accelerate design and application of technical instructions on more cleaner industrial production to increase awareness in all industries.
- 3.2.3 Encourage local and foreign organizations to research on environment-friendly technology for transferring and application of these technologies in order to ensure world-class cleaner industrial production in leather industries.
- 3.2.4 Build an effective network among the consulting firms, research organizations and industries to provide technical support and training on human resource to the workers and managers in order to develop and implement effective strategies for suitable cleaner production.
- 3.2.5 Include the subjects on cleaner production in all strategies and plans related to development of leather industry.
- 3.2.6 Apply the rules/regulations regarding the mandatory set up of Local/Central Effluent Treatment Plant in tanneries/industries.
- 3.2.7 Ensure the specific site selection for solid-waste preservation and their proper management, i.e. taking effective initiative to produce value added products through eco-friendly recycling plants.
- 3.2.8 Necessary steps will be taken to encourage businessman to ensure the economic use of animal waste such as tail, ears, fat, blood, bones and other residues during the slaughtering period.
- 3.2.9 Establish modern cold storage to preserve the raw hide/skins in the Tannery Industry Estate.
- 3.2.10 Increase the capacity of the Central Effluent Treatment Plant (CEPT) established in the Tannery Industry Estate and proper management of solid-waste of leather industry.
- 3.2.11 Adopt measures to use modern slaughtering techniques to collect best quality leather with the help of concerned authorities of the major areas/cities in the country.
- 3.2.12 Increase the capacity of the Wastage Management Plants of the Leather Industry/Estate and encourage establishing clean technology.

### 3.3 Compliance of Occupational Health and Safety

It is very important to comply with the acts/laws related to leather and leather goods industry and maintain healthy and safe environment within the factory. Leather and leather goods industries will be encouraged to adopt suitable strategies in order to improve production processes, quality of products and competitiveness at the national level as well as in the global market.

- 3.3.1 Consult with internationally authorised auditors regarding the proper implementation of a traceability system in the total value chain, i.e. starting from the collection of hides/skins of cattle in a proper way, preservation and processing of leather to the health and safety of the workers; use of chemicals for processing of leather and sustainability of the quality of leather.
- 3.3.2 Enforce labour laws and safety standards in the tanneries/factories to enhance the image of the sector in domestic and international markets.
- 3.3.3 Ensure the occupational health and safety of the workers employed in the leather industries and promote corporate insurance plan for their social safety.
- 3.3.4 Encourage investment in new and eco-friendly technologies and adoption of efficient and safe working practices.
- 3.3.5 Increase own capacity to participate in setting up international rules-regulations/codes and standards in the sector, and disseminate information on the introduction of any new rules-regulations and standards to the private sector.
- 3.3.6 Encourage the sector to obtain internationally recognised certifications such as ISO14001 (2015) accreditation for environmental management systems, ISO 45001:2018 accreditation to ensure occupational health and safe operation management and ISO 17025 (2017) accreditation for testing and calibration laboratories.



- 3.3.7 Adopt necessary initiatives to include the leather, leather goods and footwear industry under 'green' category subject to comply of existing Environmental Act of Bangladesh.

### 3.4 Development of Sector and Infrastructure

In order to be competitive, necessary investment will be encouraged to modernize the infrastructure of the leather industry. Laws regarding the care and welfare of farm animals must be complied, publicised and enforced. Steps to be taken for capacity building on traceability systems of each leather product in a sustainable way throughout the total value chain and it would be set as a requirement for most of the major brands and retailers.

- 3.4.1 Enact law regarding the establishment of modern slaughter houses identifying specific places instead of approving present practice of slaughtering hither and thither. Necessary Training will be ensured to the worker's of abettors. Necessary infrastructure will be developed to ensure environment-friendly waste management of the slaughter houses. Concerned authorities and city corporation will work together to ensure eco-friendly waste management system as well as easier transportation for cleaner operation.
- 3.4.2 Aware the owners of tanneries to upgrade existing production technologies and machinery and to modernize operations and strategies to respond to the quality, codes and environmental demands prevailing in the overseas markets.
- 3.4.3 Establish autonomous power generation and recovery systems for leather industries. Encourage tanners to implement solar power systems to reduce electricity consumption through conservation and efficiency measures.
- 3.4.4 Build Economic Zones (EZs) for leather industry ensuring all infrastructure and environmental conservation requisites and improved road infrastructure to attract more domestic and foreign direct investment.
- 3.4.5 Increase efficiency of regulatory authorities to ensure that leather, leather goods and footwear exporters based in the Export Processing Zones (EPZs) and Economic Zones (EZs) have single-point customs clearance facilities.
- 3.4.6 In order to promote active participation of women into the leather industry, the inconsistencies in this sector to be eliminated by reviewing, evaluating and coordinating the gender related existing policies and practices.
- 3.4.7 Arrange special training to attract women as supervisor and managerial role and quality control testing. To comply with such directions, encourage the factories to issue such positive policies;
- 3.4.8 To reduce the lead time and cost and to ensure the procurement of raw skins and hides quickly, initiative to be taken to establish a central bonded warehouse for leather sector;
- 3.4.9 To reduce the lead time, initiative to be taken to release the raw materials of leather industry and to export the leather goods on a preferential/quicker basis at all ports of the country including Chattogram port;
- 3.4.10 Necessary measures to be taken to establish storage to preserve the hides and skins on temporary basis by leather traders.

### 3.5 Market Expansion Activities

- 3.5.1 To increase the export volume of leather, leather goods and footwear, several plans to be formulated by coordinating between private and public sectors and take initiatives to implement that. To create new markets, regular exhibitions of leather goods to be arranged for domestic-foreign investors and help the entrepreneurs to take part into the international trade fairs and exhibitions;
- 3.5.2 Through effective marketing activities, emphasis should be given on branding for the leather and leather goods of Bangladesh;
- 3.5.3 To get preferential treatment while exporting leather and leather goods, initiatives to be taken to sign bi-lateral agreement with the developed countries;
- 3.5.4 For leather, leather goods and footwear exporters funds to be disbursed from Export Credit Guarantee Scheme, Export Development Fund and Export Development Fund;
- 3.5.5 Arrange training programs to aware the entrepreneurs regarding the public health, environment and other Compliance and Conformity Regulations of the countries where the goods will be exported;
- 3.5.6 While exporting leather and leather goods, in compliance to the regulation of the markets of the respective countries, the capacity of the certification organization to be enhanced including their manpower in a continuous basis;

- 3.5.7 To ensure maximum value addition for skins and hides collected from internal sources, export of Crust and Finished leather should be discouraged and export of more value added goods like leather goods and footwear to be encouraged and measure should be taken to provide policy support and incentives in light to this policy.

### **3.6 Creation of Strong Backward and Forward Linkages**

The creation of strong backward and forward linkages along the complete leather industry supply chain is imperative to become a major global player. In addition to linkages, particular attention must be paid to the availability of raw hides and overall research and development.

- 3.6.1 Encourage the formation of clusters to enhance coordination in the value-chain of leather industry;
- 3.6.2 For skill development at every level of the value chain of leather industry (abattoir, tannery, leather goods), assistance to be given for installation of Capital Intensive Mechanized Finishing Machinery;
- 3.6.3 Link the existing Leather Research Institute (LRI) with the tanneries for sampling and testing;
- 3.6.4 Strengthen diversified initiatives for industrial and technology development including creating strategic alliances, acquiring appropriate technologies, transferring technology to acquire improved technology and building effective linkages within and outside Bangladesh;
- 3.6.5 Promote linkages between large and medium-scale industrial firms and encourage them to comply the rules and regulations with the view to increase production capacity. Encourage the medium and large industries to form long-term sub-contracting agreement with the small industries;
- 3.6.6 Encourage the Leather Industry Development Research and Training Organizations to be proactive in development and design of finished leather as per the global trends so that export can be increased through diversification of leather goods and new products can be promoted to the respective markets;
- 3.6.7 To determine the demand of chemicals conduct a study and then set up warehouse in the Leather Industry Estates/Parks for most commonly used solid chemicals and facilitate access to easy credit facilities to the local companies who want to manage solid chemical wastes;
- 3.6.8 Establish Forward Linkage through new cluster model and based on the expertise of the companies, creation of link with the major footwear and leather goods companies;
- 3.6.9 Organize trade fairs in home and abroad for the leather goods sourcing countries to find new partners in leather industry;
- 3.6.10 Establish a special unit in every embassy or foreign mission of Bangladesh to provide local business information, to promote the restructuring and prospects of the sector as an eco-friendly, creative industry, organise and facilitate international fairs and exhibitions;
- 3.6.11 For 100% export oriented leather industries, Increase bonded facilities and other facilities including export subsidy, capital machinery, fire safety equipment purchase etc.;
- 3.6.12 Make the existing duty and tax return mechanism easier.

### **3.7 Skills and Human Resources Development**

To transform and develop this sector into international standard, it is necessary for the human resource to have necessary skills and capacity.

- 3.7.1 In order to form skilled manpower including the participation of women, vocational technical training centers to be established to expand the skill development programs for leather, leather goods and footwear industry;
- 3.7.2 Establish a Product Development and Design Institute so that local footwear manufacturers can promote their own designs to all and reduce dependence on middlemen. The establishment can be made through partnership with a reputable international design institute;
- 3.7.3 Establish network with management training institutions or upgrade the current Institute of Leather Engineering and Technology (ILET) as per industry demands in order to support skill manpower development in leather industry. Strengthen competencies in order to create a sufficiently trained workforce for the tannery, footwear and leather goods sub-sectors at all levels, including senior and middle management, quality, merchandisers and supervisors;
- 3.7.4 Adoption and implementation of specific plan to expand the skill development program for leather, footwear and leather goods;
- 3.7.5 Develop an orientation curriculum about the demand of the leather sector and include production engineering programs at local universities so that leather-manufacturing sector can remain competitive through innovation and application of best processes and practices;

- 3.7.6 Provide importance to create equal opportunity for man and woman for the development of technology and skill at every sector of the industry;
- 3.7.7 To increase environment management capacity, create short-, mid- and long-term programs by employing local and foreign advisors with the direct assistance of the Department of Environment and coordination of the respective association;
- 3.7.8 Necessary initiative to be taken to develop trained personnel for removing skins and hides of animals at village/area level. Especially, before the Eid-ul-Adha, different campaigns to be arranged and awareness to be raised regarding method of skin and hide removal from the animals, their preservation, transportation and necessary training courses and workshops to be organized for butchers and hides and skins traders.

### **3.8 Facilitate Local and Foreign Direct Investment**

If Bangladesh wants to reach the level of other leading footwear and leather goods exporters, necessary steps to be taken to encourage local and Foreign Direct Investment and facilitated.

- 3.8.1 Designate a specialised cell within the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) to promote the development of leather industry effectively and create an efficient system for feasibility study and implementation of suitable projects in this sector. For this purpose, a specialized one-stop service to be established;
- 3.8.2 Stabilise import duty policies for raw materials, machinery and equipment for a definite period of time;
- 3.8.3 Create special opportunities to encourage investment in the leather processing industries having modern and advanced technology as well as to modernise the existing tanneries working for quality improvement of processed leather for footwear;
- 3.8.4 In order to increase export, local business organizations to be facilitated for investment to establish Forward Linkage with the major brands and retailers of leather industry;
- 3.8.5 As the second largest export sector, the facilities given to the leather sector (for example, size of EDF, Inter Bond Transfer Facilities for existing bond mechanism, Fire and Building Safety and equipment related to compliance) should make equal to the facilities given to Readymade Garments sector;
- 3.8.6 Encourage the establishment of chemical industry for import alternative leather processing, manufacturing of various components of footwear and various accessories of leather industry locally. In this case, promote foreign investment or joint-venture;
- 3.8.7 Promote foreign investment and joint investment in leather, leather goods and footwear industry.

### **3.9 Emphasise on Public-Private Partnership**

- 3.9.1 To overhaul and modernize the value chain of leather industry, consultative institutional structure will be established to facilitate complete support from public and private sectors for infrastructure development, leather processing and environmental management.
- 3.9.2 Creation of a joint forum with existing associations and business associations in order to ensure the role of private sector for leather sector-based economic development.

### **3.10 Financing and Incentivising for the Development of Leather Industry**

For the development of leather industry, it would be wise to accept projects primarily for research, training, machinery, environmental protection, cleaner production and infrastructure. To increase export, the process of increasing investment through public and private partnership should be improved.

- 3.10.1 Attract and fruitfully use preferential loans for green technology from Bangladesh Bank [BB] and play active role in environmental protection through sectoral programs.
- 3.10.2 Create a capital market for environmental protection and take special measure for mobilising domestic and foreign capital. Provide support to meet financial demands of leather industries/tanneries to create skilled manpower and technical initiatives for environmental protection;
- 3.10.3 To promote environmental compliance, provide incentive funds on a priority basis to leather industries/tanneries who takes compliance programs;
- 3.10.4 The industries involved in production and who are eager for cleaner production, should receive financial incentives in their investment projects;
- 3.10.5 Find funding from state budget and aid organizations for implementing a cleaner production strategy;
- 3.10.6 Establish laboratory in the respective industrial area for implementing traceability system;
- 3.10.7 Take initiative to develop the road infrastructure and to establish fuel saving power generation and recovery systems in the leather, leather goods and footwear industrial area;

- 3.10.8 Linking the tanneries with Leather Research Institute and assisting them for better sample making and testing;
- 3.10.9 Arrange special fund for capacity building to export leather and leather goods in international markets through productivity increase and product development activities;
- 3.10.10 Facilitate credit facilities to reputable local companies who want to establish partnerships with international chemical manufacturers;
- 3.10.11 Provide collateral free loans to potential women entrepreneurs who are interested in investing in the sector or to expand existing businesses;
- 3.10.12 Extend Existing fiscal benefits in the form of cash incentives on leather, leather goods and footwear export sector at least for the next five years.
- 3.10.13 Arranging ‘Green Financing’ from Green Transformation Fund (GFT) for the tanneries and leather goods producing factories and disbursing through commercial banks;
- 3.10.14 Expand the scope of Export Development Funds (EDF) for leather and leather goods sector;
- 3.10.15 Special facilities to be given to import modern machinery to be used for local and export-oriented leather industry;
- 3.10.16 Facilities to be given to import raw materials of leather industry;
- 3.10.17 To prevent the scarcity of raw materials of leather industry/raw leather in future, encourage commercial cattle farming and incentivising this sector.

## Chapter 4

### 4. Policy Implementation, Monitoring and Evaluation

The Ministry of Industries will take appropriate measures to ensure stakeholder’s participation to implement, monitor and evaluation of the ‘Leather and Leather Goods Development Policy’.

#### 4.1 The Leather and Leather Goods Development Coordination Council

To coordinate the implementation of this policy, ‘Leather and Leather Goods Development Coordination Council’ will be formed as mentioned below. This council will be the top council for policy implementation and monitoring of leather and leather goods development of the country.

1	Minister, Ministry of Industries	Chairman
2	State Minister, Ministry of Industries	Co- Chairman
3	Governor, Bangladesh Bank	Member
4	Chairman, National Board of Revenue	Member
5	Secretary, Ministry of Industries	Member
6	Secretary, Ministry of Commerce	Member
7	Secretary, Ministry of Foreign Affairs	Member
8	Secretary, Finance Division, Ministry of Finance	Member
9	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member
10	Secretary, Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Division	Member
11	Secretary, Energy and Mineral Resources Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources Division	Member
12	Secretary, Ministry of Agriculture	Member
13	Secretary, Ministry of Land	Member
14	Secretary, Ministry of Labour and Employment	Member
15	Secretary, Ministry of Water Resources	Member
16	Secretary, Rural Development and Co-operative Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-Operatives	Member
17	Secretary, Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-Operatives	Member
18	Secretary, Fisheries and Livestock Ministry	Member
19	Secretary, Secondary and Higher Secondary Division, Ministry of Education	Member
20	Secretary, Technical and Madrasah Education Division, Ministry of Education	Member
21	Secretary, Ministry of Science and Technology	Member
22	Secretary, Road Transport and Bridges Division, Ministry of Communication	Member
23	Chairman, Bangladesh Tariff Commission	Member
24	Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority	Member
25	Chairman, BSCIC	Member
26	Vice Chairman, Export Promotion Bureau	Member

27	Director General, BSTI	Member
28	Director General, Bangladesh Bureau of Statistics	Member
29	Chief Executive Officer, Dhaka South City Corporation	Member
30	Chief Executive Officer, Dhaka North City Corporation	Member
31	Chairman, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)	Member
32	Director, Institute of Leather Engineering and Technology	Member
33	President, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries	Member
34	President, Dhaka Chambers of Commerce and Industries	Member
35	President, International Chambers of Commerce and Industries, Bangladesh	Member
36	Chairman, Bangladesh Finished Leather, Leather Goods and Footwear Exporters Association	Member
37	Chairman, Bangladesh Tanners Association	Member
38	President, Leather Goods, Footwear Manufacturers and Exporters Association	Member
39	President, National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)	Member
40	Managing Director, SME Foundation	Member
41	Relevant Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Industries, Bangladesh	Member-Secretary

#### 4.2 Scope of Work of the Co-ordination Council

1. The council will sit at least once in a six month months. However, if necessary, meeting can be called at any time;
2. The 'Coordination Council' will coordinate the activities described in this policy with the development policy of the Government;
3. The council will take appropriate measures for the development of leather industry and will measure the impact of this policy on the economic development of the country;
4. The council will strengthen and assist the public-private partnership;
5. The council will evaluate the 'Leather and Leather Goods Development Policy' after a certain interval and for national development they will advise to update this on a priority basis;
6. If necessary, the council can co-opt or invite new member(s).

#### 4.3 The Leather and Leather Goods Development Implementation Council

Based on the recommendation of the 'Leather and Leather Goods Development Coordination Council; the 'Leather and Leather Goods Development Implementation Council' will be formed with the following members:

01	Secretary, Ministry of Industries	President
02	Additional Secretary (Auto body and IC), Ministry of Industries	Member
03	Additional Secretary, Ministry of Commerce	Member
04	Chairman, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC)	Member
05	Executive Director, Bangladesh Bank	Member
06	Director, Bangladesh Parjatan Corporation	Member
07	Member, Bangladesh Tarrif Commission	Member
08	Joint Secretary (Policy)	Member
09	Director, Department of Environment	Member
10	Director, Bangladesh Bureau of Statistics	Member
11	Director, Leather Research Institute	Member
12	Deputy Managing Director, SME Foundation	Member
13	Director, Institute of Leather Engineering and Technology	Member
14	Director, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI)	Member
15	Two experts on Leather and Leather Goods Industry, (Government nominated)	Member
16	Chairman, Bangladesh Finished Leather, Leather Goods and Footwear Exporters Association	Member
17	President, Leather Goods, Footwear Manufacturers and Exporters Association	Member
18	Chairman, Bangladesh Tanners Association	Member
19	President, National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)	Member
20	Relevant Deputy Secretary/Senior Assistant Secretary (Policy Section)	Member-Secretary

#### 4.4 Scope of Work of the Implementation Council

- 4.4.1. The council will sit at least once in a 03 (three) months. However, if necessary meeting can be called at any time;
- 4.4.2 Based on the recommendations of the co-ordination council, the Implementation Council will take decision to conduct census/survey jointly with the Ministry of Industries and the Associations and request BBS to collect information on present labour market situation of this sector, working environment in the industries, compliance of health and safety issues, investment on infrastructure financing, incentives, fund collection and above all information on the implementation of the policy as well as its monitoring and evaluation;
- 4.4.3 Based on the advice of Co-ordination Council, the implementation council will take necessary action and will inform the progress to the co-ordinating council;
- 4.4.4 For the steady development of the leather and leather goods sector, implementation council will provide recommendations and present them to the co-ordinating council;
- 4.4.5 The council will present necessary recommendations on National Import and Export Policy, National Industrial Policy and National Budget;
- 4.4.6 The implementation council will present recommendations for different financial incentives to the co-ordinating council;
- 4.4.7 The Policy Section of the Ministry of Industries will provide secretarial role of this council;
- 4.4.8 The council will be able to co-opt any person as per necessity and invite new member(s).

#### 5 Strategic Implementation Task Force (SITF)

- 5.1 A number of strategies and initiatives are mentioned in the time-bound Action Plan may take more than 05 (five) years to implement all the actions. The strategies and initiatives are much interdependent and hence, a strong co-ordination and monitoring process are required to ascertain that the results are achieved timely in accordance with the plan. A Strategic Implementation Task Force (SITF) will be formed along with the important representatives from different ministries/organizations., the implementation council will arrange the necessary resources for the smooth formation of SITF
- 5.2 SITF will work full-time as an integral part of the implementation council.
- 5.3 SITF will inform the implementation council about the progress and result of policy execution at a regular basis and provide suggestion to overcome problems or emergency steps need to be taken.

#### 6 Policy Observation

The implementation and execution of different activities of the policy will be regularly monitored using appropriate indicators and a total participation of all the important stakeholders of private leather and leather goods sector will be ensured in this regard.

The responsibility of municipality level committees as formed by the ministries or divisions or any government organization will be to help implementation of this policy goals, subject matters and to solve problems.

All activities regarding environmental protection, compliance of health and safety issues and their monitoring and infrastructure, forward and backward linkages, capacity building and create awareness will be expedited .

## Annexure 1

## 1. 'Leather &amp; Leather Goods Development Policy 2019' Time-bound Action Plan

Important factor for the implementation of 'Leather and Leather Goods Policy' is active participation of all stakeholders. To accomplish this initiation of a time-bound plan is necessary. To flourish this sector, participation of public sector is as important as ensuring the construction of adequate and effective infrastructure, financing and other legal and regulatory processes, helping exchange of expertise and initiative of government sector to step into the global market are also as important.

Steps for implementation of this policy include rules and regulations regarding the environment; control system for environment-friendly cleaner production; effective utilization of CETP; electricity and transport system; procedure for waste storage and recycling, bonded warehouse system, modernization of animal husbandry; safe working environment for the workers, compliance audit; sector-wise incentivizing for transformation and motivation. To attract more local and foreign investments these initiatives will play as the base in building a new image of leather sector of the country as a regulated and business-friendly industry. These will also motivate the private sector in creating stronger backward and forward linkages in regulating the total supply chain.

## 1.1 Time-bound Action Plan

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
<b>Compliance of sustainable eco-friendly matters (Policy Para 3.1)</b>						
1. Amendment and addition of existing environment conservation Act	1.1 Review and coordination of existing environment related policies to make it consistent with the local and international standards		√		Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private Sector, BSCIC
	1.2 Coordination among the Government and environment-centric various organisations, private sector and important brand and retailers in order to fulfil the international standard to measure the needs for Leather and Leather Goods		√		Ministry of Commerce, BSCIC), Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private sector
2. Strengthening and unification of various government bodies concerned with the protection of environment	2.1 Initiation & strengthening of effective system for protection of industrial pollution, e.g. conduction of environment related audit for the matters included or to be included with tannery and tannery-related activities		√		Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private sector, BSCIC, LRI
	2.2 Formation of a special audit unit in coordination with BSCIC to ensure environment related standards, who will basically run their audit activities on random basis			√	Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private sector and BSCIC
	2.3 Determine the process of conflict resolution and procedures for collecting compensations for environmental damage	√			Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private sector and BSCIC
	2.4 Evaluation and insurance of eligibility of Bangladeshi technicians and workers, working for the protection of industrial pollution and environment related audits. If necessary, training of units nominated for the process for control of pollution and other tannery related activities			√	Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Private sector, BSCIC

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
3. Strengthen and implement scientific and technological research & development for the protection of environment	3.1 Involve Leather Research Institute (LRI) or competent international expert to determine matters necessary for feasibility study for the Establishment of Saline Waste-Water Treatment Plant, centralized waste removal place and establishment of solid wastes recycling plant, water treatment plant and sewerage plants.			√	LRI or International Experts	Private sector, BSCIC
	3.2 Conduct specific research to determine impact and efficiency and formulate suggestions for solid waste treatment		√		LRI or International Experts	Private sector, BSCIC
	3.3 Determination of place for the solid waste removal and formulate recommendations for their recycling and assessment of necessary investment to complete this		√		LRI or International Experts	Private sector, BSCIC
4. Review the present situation of tanneries and formulate an action plan	4.1 Review the compliance of tanneries according to international rules and regulations and identification of factors influencing the compliance and formulation of recommendations		√		BSCIC	Private sector
	4.2 Based on research outcomes, prepare an action plan and implement it for tannery subsectors on important issues related to international standards			√	Private sector	Business Associations/Trade Bodies
5. Transfer of new and modern technologies for the protection and control of pollution	5.1 Increase local capacity to train on environmental protection and research on utilization of economic resources and best practices	√			BSCIC	Business Associations/Trade Bodies
	5.2 Prepare national database for providing timely, accurate and complete information on the provisions of environmental protection, audit activities and their breaches			√	Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Business Associations/Trade Bodies
	5.3 Initiate investigation on violation of law and environmental crimes	√			Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Business Associations/Trade Bodies
	5.4 Initiate action plan for solid waste products storage and their recycling			√	Department of Environment/ Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Business Associations
6. Emphasis on environment and climate changes education	6.1 Prioritise education related programs to meet the highest demands in the industrial sector			√	Technical and Madrasah Education Board	Business Associations/Trade Bodies
	6.2 Put importance on training to enhance knowledge on management and increase efficiency so that human resource can fulfil the demand of environmental protection			√	Technical and Madrasah Education Board	Business Associations/Trade Bodies



Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
<b>Promote Cleaner Production (Policy Para 3.2)</b>						
7. CETP Certification according to international standard	7.1 Evaluate and ensure the required knowledge and technical skill of the local technicians and workers available to run the CETP effectively in the leather sector		√		BSCIC	Department of Environment
	7.2 Ensure proper machinery and equipment in the CETP testing laboratory so that it can function properly		√		BSCIC	BSTI
	7.3 Audit and certify CETP according to international standards to ensure long-term facilities for tanneries and their buyers		√		BSCIC	Business Associations/Trade Bodies
8. In CETP, determine and publish standard rules and regulations regarding wastages of tanneries and technical guidelines thereabout for cleaner production	8.1 Enhance communication between research institutes, universities and factories involved in production for cleaner production in case of research, technology transfer and implementation		√		BSCIC, Department of Environment	Business Associations/Trade Bodies
	8.2 Formulate rules and regulations, directives and determine standards for cleaner production and tannery wastages in the CETP and publish them				BSCIC	Business Associations/Trade Bodies
9. Set standards regarding environment and create cluster models to implement cleaner production	9.1 Emphasise on cluster models at every levels of supply chain to comply with issues regarding the environment and in achieving the target of cleaner production			√	BSCIC, Business Associations	
	9.2 Formation of a certified independent body to receive nomination/certification from BSCIC or environment related any other selected organisation to evaluate the effectiveness of CETP after a certain period and regarding the quality of wastes produced from CETP and compliance with rules and regulations related with environment and cleaner production				√	BSCIC, Business Associations
10. Create a successful model and certify it on cleaner production in the industries and environmental protection	10.1 Encourage organizing seminars on cleaner production process, policies and rules and regulations for the managers of industries and giving emphasize on education for improving awareness on cleaner production at every process of leather and leather producing industries			√	BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/Trade Bodies
	10.2 Encourage cluster organisations to get ISO 14000 (2015) accreditations for their environmental management systems.		√		BSCIC, BSTI, Ministry of Industries	Business Associations

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
11. Create a network among the certified agencies to assist in the application of cleaner production throughout the leather value chain	11.1 Develop network among the organisations supporting cleaner sectoral production within the Ministry of Industries and in the Savar area.	√			BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/Trade Bodies
	11.2 Assist the organisations to create joint ventures with recognised international auditors.			√	BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/Trade Bodies
	11.3 Promote training of trainers in industries through certified agencies in order to update the skills of management and workers and to help ensure the sector becomes compliant with pollution control measures.		√		BSCIC, Ministry of Industries	Finance Division
<b>Compliance and Occupational Health and Safety (Policy Para 3.3)</b>						
12. Enforce labour law and improve labour conditions	12.1 To improve the labour conditions, take steps according to international standards			√	Ministry of Labour and Employment	ILO, Private Sector and Major Brands
	12.2 Create sub-committee to engage in CSR and OHS initiatives.		√		Ministry of Labour and Employment	BSCIC
	12.3 Establish and publicise an audit system to ensure labour laws and safety standards are adopted at tanneries, footwear and leather goods factories		√		Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
	12.4 Review, assess and harmonise existing gender policies and practices in industrial establishments		√		Ministry of Labour and Employment, Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
	12.5 Provide technical assistance in this sector to add health and safety standards in the factory		√		Ministry of Labour and Employment	Private Sector, ILO and International Agencies
13 Adopt Corporate Social Responsibility (CSR) and Occupational Health and Safety (OHS) guidelines	13.1 Develop an action plan to effectively implement and ensure labour law		√		Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
	13.2 Building awareness in this sector and sensitise producers about attributes of quality products and compliance with international codes and standards	√			Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
	13.3 Develop a self-assessment tool for companies to identify areas for improvement before achieving compliance and full certification from bodies such as the LWG		√		Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
	13.4 Develop a self-assessment tool for the footwear and leather goods manufacturing factories so that they can identify areas for improvement in order to pass CSR audits with major brands and retailers		√		Nominated CSR and OHS Sub-committee	Private Sector, ILO and International Agencies
14. Auditing and certification for CSR and OHS compliance	14.1 Strengthen the role of CSR certified agencies, which will be recognised by major brands and retailers and carry out periodic audits throughout the industry during the transformation period		√		Business Associations	Private Sector

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
	14.2 Encourage the leather sector to undergo regular auditing and certification procedures to help enhance the sector's competitiveness in global marketplace		√		Business Associations	Private Sector
<b>Infrastructure Development (Policy Para 3.4)</b>						
15. Organise and modernize existing slaughtering procedures	15.1 Engage municipalities to take initiatives in the slaughtering processes	√			Local Government Division, Municipal authority	Business Associations/ Trade Bodies
	15.2 Formulate recommendation to evaluate existing procedures and techniques and to capacitate, operate and manage the slaughterhouses according to international best practices		√		Local Government Division, Municipal authority	Business Associations/ Trade Bodies
	15.3 Identify individual slaughterhouses and advise their participation in cluster model and existing slaughterhouses	√			Local Government Division, Municipal authority	Business Associations/ Trade Bodies
	15.4 Work with responsible authorities and municipalities to ensure safer and hygienic slaughtering procedure and simplify transportation system			√	Local Government Division, Municipal authority	Business Associations/ Trade Bodies
16. Develop infrastructure of EZS and bonded warehouse facilities	16.1 Establish autonomous power generation and recovery systems for TIED.			√	Power Division, TIED	
	16.2 Emphasise on effective management and conservation of power to ensure its continuous supply without disruption and with affordable price			√	Power Division, TIED	
	16.3 Improve bonded warehouse facilities for SME's and simplify management and duty drawback systems			√	National Board of Revenue	Business Associations/Trade Bodies
	16.4 Materialize reform process of regulatory body to ensure facilities so that leather, leather goods and footwear exporters can receive customs clearance letter from a single point		√		National Board of Revenue	Trade Organisations
	16.5 Provide budgets to improve road network in TIED.			√	Local Government Division, BEZA, BEPZA, BSCIC	Business Associations/ Trade Bodies
	16.6 Put emphasis on establishment of commercial infrastructure facilities such as industrial, science and technology parks/estates with common facilities			√	Local Government Division, BEZA, BEPZA, BSCIC	Business Associations/ Trade Bodies
17. Organise and modernise the tanneries to comply with CSR, OHS and labour law	17.1 Use the latest management techniques, equipment, and modern working practices and engage overseas specialists from leading international engineering firms to assist for establishing best infrastructure so that the overall flow up to the finished leather within the facility is improved. The upgraded tanneries must be compliant with all CSR and health and safety standards.			√	Ministry of industries	Business Associations/ Trade Bodies

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
18. Upgrade existing production technologies and machineries of the tanneries	18.1 Construct cold storage to store hides and skins (where these can be stockpiled for at least 2-3 months during the peak season)			√	BSCIC, Business Organisation	Business Associations/ Trade Bodies
	18.2 Encourage tanners to procure essential process control equipment in order to reduce huge stocks of poor-quality leather to a more acceptable level.			√	Business Organisations	Business Associations/ Trade Bodies
19. Evaluate manufacturing performance and improve	19.1 Engage a manufacturing consultancy firm, if necessary, to work with the tanneries, footwear and leather goods manufacturing factories to improve their processes and practices that would reduce the cost and manufacturing time.		√		BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/ Trade Bodies
	19.2 Conduct research of the cluster companies to evaluate their current state against a set of key performance indicators			√	LRI, BSCIC	Business Associations/ Trade Bodies
	19.3 Provide recommendations to make plans to reduce cost and lead-time through productivity improvement using lean manufacturing techniques		√		BSCIC, NPO	Business Associations
	19.4 Strengthen existing Leather Research Institute (LRI) to increase the scope of their production capacities and to support the tannery clusters with a common facility employing best technologies as per demand			√	BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/ Trade Bodies
20. Traceability and Sustainability	20.1 Encourage tanneries to create a sustainability team responsible for monitoring the effectiveness of systems related to regulations and their enforcement regarding environmental protection, cleaner production, and traceability along with the entire supply chain			√	BSCIC, Ministry of Industries, Chambers	Business Associations/ Trade Bodies
	20.2 Introduce ERP (Enterprise Resource Planning) software into the leather value chain to manage inventories, forecast demands and to plan more accurately for materials and resource requirements		√		Ministry of Commerce, BSCIC	Business Associations /Trade Bodies
<b>Market Expansion Activities (Policy Para 3.5)</b>						
21. Access to market	21.1 Initiate market study to analyse the key success factors that influence and attract major brands and retailers and analyse production cost and selling price		√		Ministry of Commerce, Ministry of Industries	Business Associations /Trade Bodies
	21.2 Take expert opinion to assist the selected companies to prepare suitable marketing portfolios and sample collection in order to increase exports	√			Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Business Associations	
	21.3 Create awareness through different media to promote restructuring and labelling of the sector as an eco-friendly, creative and high-quality industry.	√			BSCIC, Ministry of Industries, Ministry of Commerce	Business Associations /Trade Bodies
	21.4 Activate overseas Bangladesh High Commissions to help get access of this industry in the target markets.		√		Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of Industries	Business Associations

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
	21.5 Organise specialised trade fairs and exhibitions to match export offerings with suitable major brands and retailers in the prospective countries, including northern Europe.	√			Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of Industries	Business /Trade Bodies Associations
	21.6 leather, leather goods and footwear exporters funds can be disbursed from Export Credit Guarantee Scheme and Export Development Fund.			√	Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Bangladesh Bank	Trade Bodies
<b>Create Strong Backward and Forward Linkages (Policy Para 3.6)</b>						
22. Value chain cluster of leather	22.1 Open discussion with the trade organisations to nominate/select companies, those are interested to participate voluntarily in the leather value chain cluster			√	Ministry of Commerce, Business Associations	
23. Create cluster of companies within the sector to enhance value-chain coordination	23.1 Formulate a backward linkage policy to support the growth of the leather sector with tax holidays for the backward linkage industries		√		National Board of Revenue, Tariff Commission	Business Associations/ Trade Bodies
	23.2 Engage international experts in cluster development to assist in sectoral backward and forward linkage initiatives		√		BSCIC, Ministry of Industries	Business Associations/Trade Bodies
	23.3 Conduct research on existing backward linkages in the Leather and Leather Goods industry, their prospect as well as any possible negative impact in the future			√	LRI, Tariff Commission	Business Associations /Trade Bodies
	23.4 Work with leather agents who sell processed leathers on behalf of the tanners and who are knowledgeable about technical issues as well as overseas market demand			√	Ministry of Commerce, Tariff Commission, Business Associations	
	23.5 Take initiatives to link tanneries with finished leather development and design procedures			√	BSCIC, Business Associations	
	23.6 Encourage LRI to be proactive in development and designing of finished leather	√			BSCIC, LRI	Business Associations/ Trade Bodies
24. Increase production capacity against demand	24.1 Promote linkages between large and medium-scale industries which are participating in the cluster and encourage them to establish long-term sub-contracting arrangements.			√	Ministry of Commerce	Business Associations /Trade Bodies
25. Linking to supply chain	25.1 To assist in determining whether the tanneries are operating as per the international environmental and quality standards, the large footwear and leather goods companies within the cluster should do better	√			Ministry of Commerce	Business Associations /Trade Bodies
<b>Skill and Human Resource Development (Policy Para 3.7)</b>						
26. Establish Product Development and Design Institute	26.1 Encouraging BGMEA University of Fashion and Technology Institute (BUFT) to develop or advance programs for product development, design and sale of footwear and leather products.		√		BSCIC, SME Foundation, National Skill Development Council, BGMEA University	Finance Division

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
	26.2 Establishing product development and design institute to develop specific programs for leather and leather products			√	Finance Division, BSCIC	Technical Education and Madrasa Division, Business Associations, LRI
	26.3 Allocating necessary investment for such projects			√	Finance Division, Ministry of Planning	BSCIC, Ministry of Industries
	26.4 Emphasising on investment opportunities of public and private sectors			√	PPP	Finance Division
27. Establish Vocational Technical Training Centre	27.1 As part of NTVQF, create technical training programs like that of ready-made garments sector		√		Technical and Madrasa Education Division	
	27.2 Coordinate with training providing institutes, so that their human resource development program and skill training reflects the demand of that sector		√		BSCIC, National Skill Development Council	Business Associations/ Trade Bodies, LRI
28. Establish contact with management training institutes	28.1 Develop training curricula for managers, work-study (education alongside employment) and quality experts, supervisors, trainers and evaluator according to the demands of the industry			√	BSCIC, National Skill Development Council	Business Associations /Trade Bodies
	28.2 Create a Productivity Improvement Cell (PIC), similar to that of BKME's successful unit to provide consulting services in the relevant sector and training at all levels from factory to line management.		√		BSCIC, NPO	Business Institutes
29. Attract local and foreign investors as training service provider	29.1 Create business opportunities in training services for the existing training centres.		√		BSCIC, SME Foundation	Business Institutes
	29.2 Encourage women entrepreneurs to invest or to create joint ventures with foreign training service providers.		√		BSCIC, SME Foundation, Women Chambers	Business Institutes
	29.3 Develop a business-friendly investment package to attract international training centres, who will be able to create new businesses or take joint ventures with existing local training centres.		√		BSCIC, SME Foundation	Business Institutes
30. Update knowledge of production engineer graduates to cater to needs of leather sector	30.1 Collaborate with the local universities to introduce the leather sector to the engineers, who will be able to help the tanneries, footwear and leather goods manufacturing companies in future in accordance to the best policies for their production process and operation.		√		Technical Education and Madrasa Division, Ministry of Industries, Ministry of Commerce	Business Institutes
	30.2 Encourage leather and leather goods manufacturing companies to seek out students from local vocational institutions for industrial training programs in their organisations			√	Technical and Madrasa Education Division	

Objectives	Initiatives	Short term (0-1)	Mid term (1-3)	Long term (3-5)	Implementing ministry/division/organisation	Supporting ministry/division/organisation/institution
<b>Facilitate Local and Foreign Direct Investment (Policy Para 3.8)</b>						
31. Emphasise on the development of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)	31.1 Create a specialized unit at Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) to take this sector forward effectively		√		BIDA	
	31.2 Reduce the required time to implement strategic, procedural and routine operations; provide one-stop service with transparency		√		BIDA	
	31.3 Stabilize import duty policies on raw materials, machinery and equipment and avoid frequent changes in the policies		√		National Board of Revenue	Business Associations /Trade Bodies
32. Emphasise on invest in leather sector	32.1 Encourage investment on the modern and technologically advanced leather processing industries and on modernization of existing tanneries to improve the processed leather for footwear		√		BSCIC, SME Foundation	BIDA, Business Associations /Trade Bodies
	32.2 Initiate joint ventures for manufacturing of artificial leather and trim located there, so that demand for imports is reduced		√		Ministry of Commerce, PPP, BIDA	Business Associations /Trade Bodies
	32.3 Encourage local organisations, especially the RMG sector, to invest in production of footwear and leather products for export	√			Ministry of Commerce, BIDA	Business Associations /Trade Bodies
	32.4 Activate Bangladesh Embassies located abroad to help attract foreign direct investors	√			Ministry of Foreign Affairs, BIDA	Business Associations /Trade Bodies
	32.5 Attract foreign investment about the excellent scope of this sector	√			Ministry of Foreign Affairs, BIDA	
	32.6 Encourage women entrepreneurs to capitalize the business opportunities of leather industry	√			BSCIC, SME Foundation	Women Chamber
	33. Call for investment in manufacturing of chemicals and other supplies	33.1 Conduct research on chemicals which have huge demands and can be manufactured in Bangladesh at acceptable levels and prices			√	Leather Research Centre, BIDA
33.2 Take opportunity to conduct business activities jointly with renowned international chemical companies			√		BIDA, Ministry of Commerce	Business Associations / Trade Bodies
<b>Emphasise on Public-Private Partnership (Policy Para 3.9)</b>						
34. Strengthening the role of trade associations	34.1 Identify the roles and responsibilities of the trade associations in the efforts of supporting sector-wise transformation			√	Ministry of Commerce, Business Associations	Business Associations/Trade Bodies
	34.2 Plan and implement activities for the key sub-sectors related to the development of industries			√	Ministry of Commerce, BSCIC, Business Associations	Business Associations/Trade Bodies
	34.3 Arrange incentives for relevant sectors on discussion			√	Ministry of Industries, National Board of Revenue	Business Associations/Trade Bodies
<b>Access to Finance and Incentives (Policy Para 3.10)</b>						
35. Planning & Budget	35.1 Identification of financing sources for each activity described in the policy		√		Ministry of Commerce, Finance Division	Business Associations/Trade Bodies, LRI

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
শৃঙ্খলা অধিশাখা  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ নভেম্বর ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৫.২০১১-৬৪১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আব্দুস সোবহান (৩২৫৮১), উপপরিচালক (হোমিও ও দেশজ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট) লালমনিরহাট থানায় মামলা নং-২৪-১১-২০১০ ধারা দণ্ডবিধি ১৬১ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ৫(২) ধারা মামলায় গ্রেফতারপূর্বক হাজতবাস করেছেন। সেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৫-২০১১ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৫.২০১১-৪৭৪ নং আদেশমূলে তাঁকে ২৪-০১-২০১১ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, লালমনিরহাট থানার ২৪-১১-২০১০ তারিখের মামলা নং-২২ এর ধারা দণ্ডবিধি ১৬১ ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ৫(২) ধারা মোতাবেক দায়েরকৃত মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে নির্দোষ গণ্য খালাস প্রদান করেছেন;

এমতাবস্থায়, ডাঃ মোঃ আব্দুস সোবহান (৩২৫৮১), উপপরিচালক (হোমিও ও দেশজ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (প্রাক্তন সিভিল সার্জন), লালমনিরহাট এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৫-২০১১ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৫.২০১১-৪৭৪ নং আদেশে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম  
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়  
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ  
এডিবি-৩ অধিশাখা  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৬/০৫ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৯.০০.০০০০.১২৩.১৪.০২৩.১৭-৩৯৯—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে SASEC DHAKA-Northwest Corridor Road Project, Phase-2-Tranche 2-শীর্ষক Loan Negotiation-এর লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো:

(১)	মিজ ফরিদা নাসরীন, অতিরিক্ত সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	দলনেতা
(২)	জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া, যুগ্মসচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৩)	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
(৪)	জনাব জি. এম. আতিকুর রহমান জামালী, উপসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, উপসচিব (বাজেট-১৬), অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৬)	মিজ শারকে চামান খান, উপসচিব, ফাৰা ও আইসিটি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৭)	মোসাঃ রাবেয়া আকতার, উপসচিব (এডিবি-৩), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৮)	জনাব মোঃ মাহবুবের রাহমান, উপপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
(৯)	জনাব এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১০)	জনাব মোঃ শাফায়েত হোসেন, দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক অব্যাহতি ও প্রকল্প সুবিধা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
(১১)	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
(১২)	জনাব কাজী শাহরিয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-।।: এলেঞ্জা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য

২। Loan Negotiation-এর তারিখ, সময় ও স্থান:

তারিখ	সময়	স্থান
৭ নভেম্বর ২০১৯	সকাল ১০:০০ টা থেকে শুরু	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বাংলাদেশ আবাসিক মিশন (বিআরএম), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাসময়ে লোন নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ রাবেয়া আকতার  
উপসচিব।



মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
শাখা-জামস  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি:

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৭৬.১৮-১৪৯—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা মেহেরপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ শামীম আরা হীরা, স্বামী: আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস, বোম্বাড়া ওয়ার্ড নং-০২, মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর।	চেয়ারম্যান
০২	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোছাঃ রাখসানা কামাল (বুনু), স্বামী: শেখ কামাল, লর্ড মার্কেট, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।	সদস্য
০৩	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	শাহীনা ইকবাল, স্বামী: মোঃ ইকবাল হোসেন, প্রধান সড়ক, বোম্বাড়া, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।	সদস্য
০৪	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	হেলেনা খাতুন, স্বামী: সুবুজ আলী, সোনাপুর, পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।	সদস্য
০৫	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	সানজিদা ইসলাম, স্বামী: মোঃ হাফিজুর রহমান, তাঁতীপাড়া, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মোছাঃ শামীম আরা হীরা, স্বামী আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২৯-১০-২০১৯ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ  
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
মজুরী বোর্ড শাখা  
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৬/০৩ নভেম্বর ২০১৯

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১৫.১৭.১৪৫—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), এর ধারা ৩২৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫ ও ১১৪ এর প্রয়োগ হইতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে নভেম্বর ২০১৯ হইতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল:

প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	চিনিকলের নাম	জেলা
(১)	পঞ্চগড় সুগার মিলস লিমিটেড	পঞ্চগড়
(২)	ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেড	ঠাকুরগাঁও
(৩)	সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	দিনাজপুর
(৪)	শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড	রংপুর
(৫)	রংপুর সুগার মিলস লিমিটেড	গাইবান্ধা
(৬)	জয়পুরহাট সুগার মিলস লিমিটেড	জয়পুরহাট
(৭)	রাজশাহী সুগার মিলস লিমিটেড	রাজশাহী
(৮)	নাটোর সুগার মিলস লিমিটেড	নাটোর
(৯)	নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেড	নাটোর
(১০)	পাবনা সুগার মিলস লিমিটেড	পাবনা
(১১)	কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিমিটেড	কুষ্টিয়া
(১২)	মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড	বিনাইদহ
(১৩)	কেবু এন্ড কোম্পানী লিমিটেড	চুয়াডাঙ্গা
(১৪)	ফরিদপুর সুগার মিলস লিমিটেড	ফরিদপুর
(১৫)	জিলবাংলা সুগার মিলস লিমিটেড	জামালপুর

**শর্তাবলি**

- (১) কোন শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৬০(ষাট) ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাইবে না;
- (২) অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;
- (৩) প্রত্যেক শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন করিয়া সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;
- (৪) কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;
- (৫) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬(সংশোধিত-২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৬/০৪ নভেম্বর ২০১৯

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩০.০১১.১৭-১৪৬—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), এর ধারা ৩২৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে, Haripur Power Limited, Meghnaghat Power Limited and NEPC Consortium Power Limited-কে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ ও ১১৪ এর বিধানাবলির প্রয়োগ হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে পত্র জারির তারিখ হইতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল :

**শর্তাবলি :**

- (১) কোন শ্রমিক দ্বারা সপ্তাহে ৬০(ষাট) ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাইবে না;
- (২) অতিরিক্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মজুরি দ্বিগুণ হারে মজুরি প্রদান করিতে হইবে;
- (৩) প্রত্যেক শ্রমিককে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে ০১ (এক) দিন করিয়া সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিতে হইবে;
- (৪) কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় আগ্রহী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করা যাইবে;
- (৫) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬(সংশোধিত-২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হানিফ সিকদার  
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৩ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৯ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৫.১৫.৩৯৩—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন)-এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন)-এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত ৩৪ (চৌত্রিশ) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল:

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	এরিয়া	থানা	জেলা
১.	ইছারকান্দি	৪৩	৫৪০.০৪	সাভার	ঢাকা
২.	সাতাইশ	৮৪	৩০০.২৪	সাভার	ঢাকা
৩.	রুদ্রপুর	৮৫	৪৪০.১৬	সাভার	ঢাকা
৪.	আটি চাঁদগাঁও	৮৬	৫২.৬৫	সাভার	ঢাকা
৫.	চক বাসাইদ	৮৭	৩৫.৪৫	সাভার	ঢাকা
৬.	ছোট কাকর	৮৮	২৭৩.০৮	সাভার	ঢাকা
৭.	দেউল	৮৯	৭০৭.৬১	সাভার	ঢাকা
৮.	রোস্তমপুর	৯০	৬৭.২০	সাভার	ঢাকা
৯.	বড় পাড়াগাঁও	৯১	৪৪৪.৭৫	সাভার	ঢাকা
১০.	বড় কাকর	১২৮	৭১৪.২৭	সাভার	ঢাকা
১১.	বিরলিয়া	১৩১	৩৩৭.২৫	সাভার	ঢাকা
১২.	সাবুলিয়া	১৩৩	১৫৬.০৯	সাভার	ঢাকা
১৩.	উত্তর উলুমোরা	১৩৫	২৬০.৯২	সাভার	ঢাকা
১৪.	সাদুল্লাপুর	১৩৭	১২৬.১০	সাভার	ঢাকা
১৫.	দক্ষিণ দরিয়াপুর	১৫৪	১৬৫.২২	সাভার	ঢাকা
১৬.	কাতলাপাড়া	১৬০	৩৭.৯০	সাভার	ঢাকা
১৭.	সেরপুর	১৬১	৩৯.৯৭	সাভার	ঢাকা
১৮.	বহো	১৬৬	৩০.৬৮	সাভার	ঢাকা

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	এরিয়া	থানা	জেলা
১৯.	পানপাড়া	১৬৭	৭৭.৯৮	সাভার	ঢাকা
২০.	নগর চর	১৯৩	৭৫.৩২	সাভার	ঢাকা
২১.	নন্দখালী	১৯৭	৭৬.০৯	সাভার	ঢাকা
২২.	ভারারী	১৯৮	২.৫০	সাভার	ঢাকা
২৩.	কান্দী বৈলেরপুর	১৯৯	২১৬.৫৭	সাভার	ঢাকা
২৪.	চন্দ্র নারায়নপুর	২০৪	৫২.৪৭	সাভার	ঢাকা
২৫.	বরতৈল	২০৫	৬১.৫৪	সাভার	ঢাকা
২৬.	মুশুরীখোলা	২০৬	১১৯৫.৬৯	সাভার	ঢাকা
২৭.	চূনার চর	২০৮	৯০২.৮১	সাভার	ঢাকা
২৮.	ভাকুরতা	২০৯	৮২২.৬৭	সাভার	ঢাকা
২৯.	তুরাগ	২১০	১০০.২৮	সাভার	ঢাকা
৩০.	ইসাকাবাদ	২১৩	২৫২.৭৭	সাভার	ঢাকা
৩১.	বেগুনবাড়ী	২১৪	১৫২.৪১	সাভার	ঢাকা
৩২.	বড় বরদেশী	২১৬	১৭৮২.৯৫	সাভার	ঢাকা
৩৩.	পাঁচলি	২১৭	২০২.৩৩	সাভার	ঢাকা
৩৪.	শ্যামলাপুর	২১৮	১১৩২.১৩	সাভার	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান  
উপসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা বিভাগ  
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ কার্তিক ১৪২৬/২১ অক্টোবর ২০১৯

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.১৪৪.১৩.৩৪৫—যেহেতু, পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী প্রধান) বেগম শাকিলা আক্তার (০৬২৮) এর বিরুদ্ধে অননুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ২৬-০১-২০১৭ হতে ০৮-০৫-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩ মাস ১৩ দিন অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান ও কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৩(বি) অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অপরাধে একই অধ্যাদেশের ধারা ৪(এ)-তে বর্ণিত দণ্ড আরোপ করে কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য ধারা ৫(১) অনুযায়ী, ০৯-০৩-২০১৭ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, তিনি ০৯-০৫-২০১৭ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং জবাবে মনগড়া ও অসত্য তথ্য প্রদান করায় তাঁর জবাব কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৩(বি) মোতাবেক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অপরাধে একই অধ্যাদেশের ধারা ৪(এ)-তে বর্ণিত দণ্ড আরোপ করে কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য ধারা ৫(২) অনুযায়ী ২৮-০৮-২০১৭ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং ধারা ৫(৪) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করে ২টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করে ধারাবাহিকভাবে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৪(এ)-তে বর্ণিত দণ্ড আরোপ করে চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের প্রস্তাবের সাথে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে ০৫-০৩-২০১৮ তারিখে মতামত প্রদান করে।

যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অপরাধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৪(এ)-তে বর্ণিত দণ্ড আরোপ করে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন।

সেহেতু, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সাথে একীভূত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তা পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী প্রধান) বেগম শাকিলা আক্তার (০৬২৮)-কে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৩(বি) অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অপরাধে একই অধ্যাদেশের ধারা ৪(এ)-তে বর্ণিত দণ্ড আরোপ করে অনুপস্থিতির তারিখ ২৬-০১-২০১৭ হতে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল আমিন  
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
জননিরাপত্তা বিভাগ  
আইন-২ শাখা  
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৬/৩০ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮৮৯—ঢাকা জেলার কলাবাগান থানার মামলা নং-১৫(০৮)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যগণ কর্তৃক বিস্ফোরক দ্রব্য বহন ও ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সন্ত্রাসী কার্য সংগঠন এবং সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের ষড়যন্ত্র, সহায়তা ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮৯০—ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার মামলা নং-০১(০১)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য নিজ হেফাজতে রেখে ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংগঠনের পরিকল্পনা ও সহায়তা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৬/৩১ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮৯৫—চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার মামলা নং-৩৮, তারিখ: ৩০-১১-২০১৭ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জঙ্গি তৎপরতায় প্ররোচনা/প্রেরণা দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮৯৬—শেরপুর জেলার শেরপুর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৮-২০১৭ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮৯৭—চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ১৪-০৪-২০১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন, অপরাধ সংগঠনের ষড়যন্ত্র, প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে নাশকতার পরিকল্পনা করে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংগঠনের উদ্দেশ্যে বেআইনীভাবে জঙ্গী কার্যক্রমে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪২৬/২৯ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৯০০—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ২৪-০৫-২০১৭ খ্রিঃ, সেশন মামলা নং-৮৮০/১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হয়ে উক্ত সংগঠনকে সমর্থনপূর্বক সন্ত্রাসী সংঘটন করা এবং অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের সহায়তা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৯০১—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং-৫৩, তারিখ: ২৯-১০-২০১৭, খ্রিঃ, সেশন মামলা নং-৮৪১/১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসের মাধ্যমে দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, জননিরাপত্তা বিপন্ন ও জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য মজুদ রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২} ও {সংশোধনী, ২০১৩} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৯০২—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-৬৭, তারিখঃ ২৮-০৪-১৭, খ্রিঃ, সেসন মামলা নং-৯৮৪/১৮ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জন্মকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে/সহায়তায় বিস্ফারক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ এবং ইহা ব্যবহার করে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর  
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ  
শৃঙ্খলা অধিশাখা  
আদেশাবলি

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৬/২৭ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৭.১৯-৫৮৯—যেহেতু, ডাঃ মোঃ কামাল হোসেন (১৩৩১১৫), মেডিকেল অফিসার, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, সৈয়দপুর, নীলফামারী রেজিঃ নং-১০৮৩০/৩২২/৪৫ এ আব্দুল মান্নান নামে কোন রোগী অত্র হাসপাতালে ভর্তি না হয়েও ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং রোগী ভর্তি না করে ভূয়া মেডিকেল ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে তদন্তে সত্যতা মিলেছে বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ এর দায়ে ১০-০৮-২০১৯ তারিখে ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৭.১৯-৪৬৫ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ কামাল হোসেন (১৩৩১১৫), মেডিকেল অফিসার, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তাঁকে ভবিষ্যতে কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আরও যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়ার জন্য বলা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬৮.১৯-৫৯০—যেহেতু, ডাঃ শামীমা রহমান (১৩০০৯২), সহকারী রেজিস্ট্রার (গাইনী), ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া Infertility জনিত I.V.F চিকিৎসার নিমিত্ত ০৮-০৮-২০১৭ তারিখ হতে অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে মোট ৬০(ষাট) দিন বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুরপূর্বক ভারত গমন করে গত ১৪-০৩-২০১৮ হতে ৩০-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৩২৩(তিনশত তেইশ) দিন ভারতে অবস্থান করে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ এর দায়ে ০৬-০৮-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭. ১৫০.২৭.০৬৮.১৯-৪৪৯ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ শামীমা রহমান (১৩০০৯২) ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ শামীমা রহমান (১৩০০৯২), সহকারী রেজিস্ট্রার (গাইনী), ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০১ (এক) টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তাঁর গত ১৪-০৩-২০১৮ হতে ৩০-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩২৩ (তিনশত তেইশ) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯২.১৯-৫৯৫—যেহেতু, ডাঃ কাজী রেহানা (১২৮৮৯৯), ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার (মেডিসিন), পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনায় ন্যস্তকৃত গত ১৬-০৭-২০১৮ তারিখ হতে ০৮-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ২৩ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ ও ‘পলায়ন’ এর দায়ে ২৬-০৮-২০১৯ তারিখে ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯২. ১৯-৪৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১০-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ কাজী রেহানা (১২৮৮৯৯), ইমারজেল্পি মেডিকেল অফিসার (মেডিসিন), পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনায় ন্যস্তকৃত এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোজনক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন গত ১৬-০৭-২০১৮ হতে ০৮-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ২৩ দিন অননুমোদিত-ভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে ১৬-০৭-২০১৮ হতে ১২-১২-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৬ মাস মাতৃকালীন ছুটি এবং গত ১৩-১২-২০১৮ হতে ০৭-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তার ০৯-০৬-২০১৯ তারিখ হতে বিভাগীয় মামলার প্রয়োজনে আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুজিবুর রহমান  
অতিরিক্ত সচিব।

#### বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

##### প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫৬.০২২.০০.০০.০০৫.২০১৬-৯৮১—ঢাকা শিশু হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতাল-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো:

##### সভাপতি

১. অধ্যাপক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।

##### সদস্যবৃন্দ

২. অধ্যাপক ডাঃ মাহমুদ হাসান, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বিএসএমএমইউ, ঢাকা। জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাংবাদিক, ফ্লাট নং-১১এফ, ইস্টার্ন হাউজিং এ্যাপার্টমেন্ট, ১০২-১০৪ বড় মগবাজার, ঢাকা।
৩. অধ্যাপক ডাঃ বৃহল আমীন, প্রাক্তন অধ্যাপক রেসপারেটরি মেডিসিন (পালমনোলজি), ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা। অধ্যাপক ডাঃ আশরাফুল হক, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু সার্জারী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৪. এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন সাজু, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল।
৫. যুগ্মসচিব (বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. যুগ্মসচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮. পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৯. অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা, অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি), ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।

##### সদস্য-সচিব

১০. পরিচালক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।

২। জনস্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৩। জারীকৃত এ আদেশ ১৬-১০-২০১৯ তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছর বলবৎ থাকবে।

উম্মে হাবিবা  
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে]  
(বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২)

##### প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/১৫ মে ২০১৯

নং ৪৫.১৬২.০০০০.০০.০১৬.২০১৯-৭৯৮—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ০৮-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১২১ প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নিম্নবর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে 'ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বোর্ড', পুনর্গঠন করা হলো:

##### সভাপতি

১. এ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ, সংসদ সদস্য ১৭৯, ঢাকা-৬।

##### সদস্যবৃন্দ

২. জিন্নাতুল বাকিয়া, সংসদ সদস্য ৩০২, মহিলা আসন-২।
৩. যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (বাজেট শাখা)।
৪. যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫. জেলা প্রশাসক, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
৬. অধ্যক্ষ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।
৭. আবু আহম্মেদ মান্নাফী (বীর মুক্তিযোদ্ধা, কাউন্সিলর-৩৮ নং ওয়ার্ড, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঠিকানা-১৬, লার মিটি স্টীট, ওয়ারী, ঢাকা।
৮. আব্দুল হক, সিআইপি, ঠিকানা-৯ এফ মতিঝিল, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ।
৯. হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন (সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও বিশিষ্ট সমাজ সেবী), ঠিকানা-১৮/১, নারিন্দালেন, গেভারিয়া, ঢাকা।
১০. শহিদউল্লাহ মিনু (কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-৪৬ ও সভাপতি গেভারিয়া থানা আওয়ামীলীগ, ঠিকানা-৮৭ কেবি রোড, গেভারিয়া, ঢাকা।
১১. হাজী মোঃ সাহিদ (সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, সুত্রাপুর থানা), ঠিকানা-৩০ দেবেন্দ্রনাথ দাস লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।

- ১২ চৌধুরী আশিকুর রহমান (সভাপতি ওয়ারী থানা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, ঠিকানা-১৭, শশীমহন বসাক লেন, ওয়ারী, ঢাকা।
- ১৩ হাজী মোঃ সেলিম (কাউন্সিলর, ৪৪ নং ওয়ার্ড ও বিশিষ্ট সমাজ সেবী)।
- ১৪ ময়নুল হক মঞ্জু (কাউন্সিলর-৩৯ নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), ঠিকানা-৫৫ কেএম দাস লেন, ওয়ারী, ঢাকা।
- ১৫ মোঃ আরিফ হোসেন (কাউন্সিলর-৪৩ নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), ঠিকানা-২২ পাতলা খান লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ১৬ সারোয়ার হাসান (আলো), (কাউন্সিলর-৪১ নং ওয়ার্ড ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), ঠিকানা-৬৬ লানমোহন সাহা স্ট্রীট, ওয়ারী ঢাকা।
- ১৭ আলমগীর শিকদার লোটন (ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি), ঠিকানা-১৩/৪ পিসি ব্যানার্জি লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ১৮ বেদাশীষ বিশ্বাস (সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবকলীক, ঢাকা মহানগর, দক্ষিণ), ঠিকানা-১১৮, শাখারী বাজার, ঢাকা।
- ১৯ আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক, ওয়ারী থানা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, ঠিকানা-৩৫ উত্তর মৌসন্দি, নারন্দা, নারিন্দা, ঢাকা।
- ২০ গাজী আবু সাইদ (সাধারণ সম্পাদক, সুত্রাপুর থানা, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ) ঠিকানা-৩৯/২, ফ্লাট নং-৩/এ, পাঁচ ভাই ঘাটলেন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ২১ আব্দুর রহমান মিয়াজী (কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৩৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)।
- ২২ এইচএম রেজাউল করিম রেজা (ভারপ্রাপ্ত সাধারণ, যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ), ঠিকানা-৯৩ অভয়দাসলেন, টিকাটুলি, ওয়ারী, ঢাকা।
- ২৩ গাজী সারোয়ার হোসেন বাবু (সাংগঠনিক সম্পাদক, যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ), ঠিকানা-৪ হেমেদ দাস রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ২৪ ডাঃ মাকসুদুল আলম (চিকিৎসক, মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল)।
- ২৫ আইয়ুব আলী খান, (বিশিষ্ট সমাজ সেবক) ঠিকানা-৩৯ নং বনদ্বীপ, বসাকলেন, লক্ষী বাজার, ঢাকা।
- ২৬ হাজী হুমায়ুন ভূইয়া (বিশিষ্ট সমাজ সেবক), ঠিকানা-৫২ নাসির উদ্দিন সরদার রোড, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ২৭ পরিচালক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল।
- ২৮ মোঃ বাচ্চু মিয়া, (বিশিষ্ট সমাজ সেবক) ঠিকানা-৬নং রাজার ডেউরি, সুত্রাপুর, ঢাকা।
- ২৯ হেলেন আক্তার (সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), ঠিকানা-২৫/২ এস, কে দাস রোড।

## (খ) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্য পরিধি :

- (১) হাসপাতালটি সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য যাবতীয় কার্য সম্পাদন;
- (২) হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;
- (৩) হাসপাতালের আয় ব্যয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ;
- (৪) হাসপাতালটির জন্য একটি উপযুক্ত গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন;
- (৫) হাসপাতালটির জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন সংক্রান্ত;
- (৬) প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠান;
- (৭) স্বীকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক হাসপাতালের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা কারানো এবং তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- (৮) হাসপাতালের জন্য প্রাপ্ত এবং সৃষ্ট সমুদয় ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বিধি সম্মত হিসাব রক্ষণ;
- (৯) প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কাজের বিবরণীসহ সরকার কর্তৃক আদিষ্ট সকল রিপোর্ট ও রিটার্ন প্রদান।
- গ) সরকার প্রয়োজনবোধে বোর্ডের কার্যকাল এবং সদস্য সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবেন।
- ঘ) বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছর হবে।
- ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

উম্মে হাবিবা

সিনিয়র সহকার সচিব।

স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
(উন্নয়ন-১ অধিশাখা)

শোক বার্তা

তারিখ: ১৩ কার্তিক ১৪২৬/২৯ অক্টোবর ২০১৯

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.৯৯.০৮৪.১৭-৯১৭—জনাব মোহাম্মদ আকরামুল কবীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিউডি, সদর দপ্তর, ঢাকা গত ০৬-১০-২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মরহুম মোহাম্মদ আকরামুল কবীর ১৪-০৭-১৯৯৪ তারিখে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি কর্মজীবনে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর এই মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

হেলালুদ্দীন আহমদ  
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়  
জরিপ অধিশাখা-২

## বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০৬১.০১৯.৪৭৭—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ০৪টি, পটুয়াখালী সদর উপজেলার ০২টি, বাউফল উপজেলার ০৩টি, মির্জাগঞ্জ উপজেলার ০৭টি, ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার ০৪টি, তজুমদ্দিন উপজেলার ০১টি সর্বমোট ২০(বিশ) টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল:

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলা	জেলা
১	বড় শিবার চর	১৩৭	গলাচিপা	পটুয়াখালী
২	চর বাংলা	নবগঠিত	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৩	রতনদি কালিকাপুর	৬৬	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৪	চর কারফরমা	৮৮	গলাচিপা	পটুয়াখালী
৫	ইদ্রকপুর লোহালিয়া	৯২	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৬	লোহালিয়া	৯৩	পটুয়াখালী সদর	পটুয়াখালী
৭	কারখানা	১১	বাউফল	পটুয়াখালী
৮	দিয়ার কচুয়া	১৪০	বাউফল	পটুয়াখালী
৯	শৌলা	১২৫	বাউফল	পটুয়াখালী
১০	উত্তর ঝাটিবনিয়া	১৬	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১১	ছৈলাবনিয়া	২৬	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১২	দক্ষিণ ঝাটিবনিয়া	২৮	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৩	পূর্ব সুবিদখালী	৩৯	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৪	পশ্চিম সুবিদখালী	৪১	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৫	আরাজি দুর্গাপুর	১০	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৬	আন্দুরা	১৪	মির্জাগঞ্জ	পটুয়াখালী
১৭	চর নজরুল	নবগঠিত	মনপুরা	ভোলা
১৮	চর খালেক	নবগঠিত	মনপুরা	ভোলা
১৯	ঢালচর	নবগঠিত	মনপুরা	ভোলা
২০	চর নিজাম	নবগঠিত	মনপুরা	ভোলা
২১	চর নাওয়াল	নবগঠিত	তজুমদ্দিন	ভোলা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান  
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

## বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৫.০০৩.১৮-১২১৪—০৩  
ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ/১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে

নিম্নবর্ণিত ০২(দুই) টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	মোল্লারটেক উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (স্কুল এন্ড কলেজ), দক্ষিণখান, ঢাকা।
২.	প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়, পল্লবী, ঢাকা।

২। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন  
সিনিয়র সহকারী সচিব।

## মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

## মৎস্য-৩ অধিশাখা

## বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৮.১৪.০১৫.১৪-২৭৮—মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত “মেরিন ফিশারিজ একাডেমি (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ৩০-০৬-১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের পদগুলো রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরকালে “কম্পিউটার সহকারী” পদের নাম আংশিক পরিবর্তন করে “ডিইও (কম্পিউটার সহকারী)” করা হয়। পরবর্তীতে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নকালে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৯-০৩-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উপকমিটির সভায় পদটির নাম পরিবর্তন করে “ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর” করার সুপারিশ করা হয়। সেমতে “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে (মেরিন ফিশারিজ একাডেমি কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮” এর তফসিলে বর্ণিত ২২ নং ক্রমিকের পদটি “ডিইও (কম্পিউটার সহকারী)” এর পরিবর্তে “ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর” নামকরণ করা হয় যা ইতোমধ্যে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

২। এ ক্ষেত্রে “সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯” এর তফসিল-১ এ বর্ণিত ২০নং ক্রমিক মোতাবেক মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম এর “ডিইও (কম্পিউটার সহকারী)” পদটির বিদ্যমান বেতনক্রম অপরিবর্তিত রেখে “ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর” নামে পরিবর্তন করা হলো।

৩। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৯-২০১৯ তারিখের নং-০৫.১৫৭.০২৮.০২.০৬.০৮৪.১৯৯৩(খণ্ড-৪)-২০৮ সংখ্যক স্মারকে এবং অর্থ বিভাগের ১১-১১-২০১৯ তারিখের নং ০৭.০০. ০০০০. ১৩০.৩৩.০০৬.১৯-৩৬২ সংখ্যক স্মারকে সম্মতি রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. এম. তারিক  
উপসচিব।